রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেভাবে তাবলীগ করেছেন

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)
যেভাবে তাবলীগ করেছেন
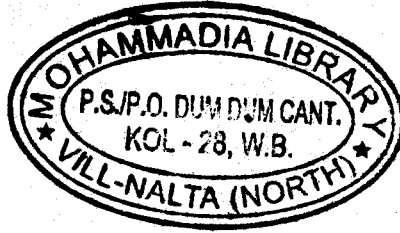
আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ
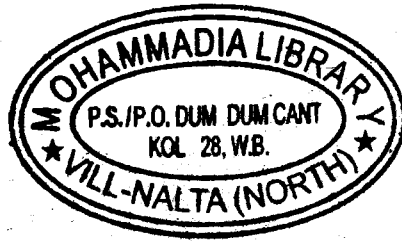
দারুস-সুন্নাহ প্রকাশনী

পরিবেশনায়
দারুস-সুন্নাহ্ প্রকাশনী
৬৬/৩, পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা-১১০০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

সহযোগিতায়
কামালউদ্দীন (জুয়েল)

প্রথম প্রকাশ
রজব ১৪২৪ হিজরী
সেপ্টেম্বর ২০০৩ ঈসায়ী
ভাদ্র ১৪১০ বাংলা

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৩০/= টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক এবং শতকোটি দরূদ ও সালাম জানাই প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি।

আজকের এই নব্য জাহিলী সমাজে আল্লাহ বিমুখ মানুষকে আল্লাহমুখী এবং কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী সমাজকে ইসলামী সমাজে রূপদানের জন্য দীনের বিশুদ্ধ দাওয়াত ও তাবলীগী কার্যক্রম এক অনন্য মিশন।

মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আজ যেভাবে বাতিল মতাদর্শ ও চিন্তার প্রচারণা চলছে এমনি মুহূর্তে জিহাদের পাশাপাশি আপোষহীনভাবে দীনের প্রকৃত দাওয়াত ও তাবলীগ আঞ্জাম দেয়া সত্যিই চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। তাই প্রতিটি মু'মিনের এ মহান দায়িত্বকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজন তাবলীগের কাজে নিজেদেরকে শামিল করা, মনগড়া পদ্ধতি পরিহার করা এবং এ ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী পদ্ধতিতে তাবলীগ করেছেন তা অবহিত হওয়া। পাশাপাশি তাবলীগের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিতে সহায়ক এমন সব বৈধ পন্থা অবলম্বন করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা-ভাবনা করে অতি সংক্ষেপে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে তাবলীগ করেছেন শীর্ষক পুস্তিকা রচনা করি।

আশা করি এ পুস্তক পাঠে মুসলিম ভাইদের তাবলীগী কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে এটাই প্রার্থনা যে, তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে যুগোপযোগী তাবলীগী কাজ আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করেন- আমীন।

বিনীত
আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

সূচীপত্র

﴿ يَآيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾

"হে কম্বল আবৃত (মুহাম্মাদ)! তোমার শয্যা ছেড়ে উঠো এবং (মানুষদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনার পরিণতি সম্পর্কে) ভীতি প্রদর্শন কর। আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।"

(সূরা মুদ্দাস্‌সির ঃ ১-৩)

দা'ওয়াত ও তাবলীগের সংজ্ঞা

দা'ওয়াত আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ আহবান করা, ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো। আর ইসলামী পরিভাষায় দা'ওয়াত অর্থ-সত্য, ন্যায়, কল্যাণ তথা আল্লাহ্ তা'আলার সহজ সরল দীন ইসলামের দিকে আল্লাহর বান্দাহদের আহ্বান করা।

তাবলীগ এটাও আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ প্রচার করা, পৌছে দেয়া। আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় তাবলীগ অর্থ হলো-মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের তাওহীদের বাণী ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নাত মানুষের কাছে পৌছে দেয়া।

কুরআন ও সহীহ হাদীসে তাবলীগের নির্দেশ

﴿ يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ﴾

"হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা কিছু অবতীর্ণ হয় তা প্রচার কর। তুমি যদি তা না কর তাহলে তুমি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালে না (রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলে না)।" (সূরাঃ আল মায়িদা-৬৭)

﴿ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴾

"অতএব যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দাও।" (সূরাঃ ক্বাফ-৪৫)

﴿ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً ﴾

"আমার একটি কথা (অবগত) হলেও তা অন্যের নিকট পৌছে দাও।"

(সহীহ বুখারী)

তাবলীগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ক) এ দায়িত্ব নিয়েই নবী রাসূলগণের আগমন

সকল নবী রাসূল দা'ওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব নিয়েই দুনিয়ার বুকে আগমন করেছিলেন এবং তারা তা সম্পাদনও করেছিলেন যথাযথ ভাবে। এ ব্যাপারে কুরআনুল কারীম থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হল।

* নবী হুদ (আঃ) কে আদ জাতির নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। তাঁর দা'ওয়াতী কার্যক্রম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾

'আর আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করেছি, সে বললো হে আমার জাতি! আল্লাহর বন্দেগী করো, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তোমরা তো সবাই মিথ্যা আরোপ করছো।'(সূরা হুদ -৫০)

﴿ وَقَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ * أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾

"হুদ বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি মোটেই নির্বোধ নই বরং আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত পয়গম্বর। তোমাদের কাছে প্রতিপালকের পয়গাম পৌছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাজ্ক্ষী বিশ্বস্ত"। (সূরাঃ আল-আরাফ-৬৭-৬৮)

* সালিহ (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন সামুদ জাতির নিকট। তাঁর উম্মতের নিকট সালিহ (আঃ)-এর পেশকৃত বক্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ﴾

'আর সামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করেছি, সে বললো- হে আমার জাতি! আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তিনিই জমিন থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা হুদ - ৬১)

﴿ وَقَالَ يَٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴾

"সালিহ বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের কাছে প্রভুর পয়গাম পৌছে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে উপদেশও দিয়েছি কিন্তু তোমরা কল্যাণ কামনাকারীদের ভালবাস না"। (সূরাঃ আল আরাফ-৭৯)

* মাদায়নের অধিবাসীদের নিকট প্রেরিত নবী শোয়ায়েব (আঃ) সম্পর্কেও আল্লাহ বলেন-

﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ ...﴾

'আর মাদায়েন বাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েব কে প্রেরণ করেছি, সে বললো, হে আমার সম্পাদায়! আল্লাহর বন্দেগী কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই। আর তোমরা পরিমাপে এবং ওজনে কম দিওনা, ... ।' (সূরা হুদ - ৮৪)

﴿وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ -﴾

"শোয়ায়েব বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের নিকট প্রতিপালকের পয়গাম পৌছে দিয়েছি।" (সূরাঃ আল-আরাফ-৯৩)

* নূহ (আঃ) সম্পর্কেও আল্লাহ বলেন-

﴿لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلَى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُو اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ - قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖ اِنَّا لَنَرَاكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ - قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ - اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ﴾

'নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি, সে বললো ; হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর বন্দেগী করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য এক মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করছি। তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বললো ঃ আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্ঠতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। নূহ বললো ঃ হে আমার সম্প্রদায় আমি কখনোও ভ্রান্ত নই। কিন্তু আমি বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল। তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌছাই এবং তোমাদের সদুপদেশ দেই।' (সূরা আল আরাফ ঃ ৫৯-৬২)

﴿قَالَ رَبِّ اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاۤءِيْ اِلَّا فِرَارًا * ثُمَّ اِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا * ثُمَّ اِنِّيْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا﴾

"নূহ বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্র দা'ওয়াত দিয়েছি; কিন্তু আমার দা'ওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দা'ওয়াত দিয়েছি। অতঃপর আমি ঘোষনা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারেও বলেছি।" (সূরাঃ নূহ- ৫, ৬, ৮, ৯)

অবশেষে শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)– কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন -

﴿ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴾

"হে নবী (মুহাম্মদ)! আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার দিকে দা'ওয়াত দাতা ও সমুজ্জল প্রদীপ রূপে।" (সূরা আল আহযাব ৪৫-৪৬)

اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلَى رَبِّكَ وَلَاتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

"(আল্লাহর আয়াত সমূহ) আপনার প্রতি নাযিল হবার পর আপনি আপনার রবের প্রতি দা'ওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অর্ন্তভূক্ত হবেন না।"

(সূরাঃ আল কাসাস-৮৭)

নবী (সাঃ) কে এও জানিয়ে দেন যে-

﴿سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ۞ الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴾

"পূর্বে যেসব নবী অতীত হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। আর আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত। তাঁরা আল্লাহর বাণী প্রচার করত এবং তাকে ভয় করত। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করত না। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরাঃ আলআহযাব ৩৮-৩৯)

আল্লাহ আরো বলেন;

﴿فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۝ لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ﴾

"নিশ্চয় তিনি (তাঁর মনোনিত রাসূলের) সামনে ও পিছনে প্রহরী নিযুক্ত করে থাকেন, এটা জানার জন্য যে, রাসূলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌছিয়েছেন কিনা।" (সূরা- জিন-২৮)

তাবলীগের ব্যপারে এরূপ গুরুত্ববহ নির্দেশনার কারণেই মুহাম্মদ (সাঃ) তাবলীগের গুরু দায়িত্ব যথাযথ পালনের ব্যাপারে আল্লাহপাক ও সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষ্য রেখে শংকা মুক্ত হওয়ার জন্য বিদায় হজ্জের ভাষণে জনতাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন- "হে মানব মন্ডলী! কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে (আমি আল্লাহর পয়গাম পৌছিয়েছি কিনা) তখন তোমরা কি বলবে? সকলে সমস্বরে বলে উঠল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর পয়গাম পৌছিয়েছেন। আমানত পূর্ণ করেছেন এবং উপদেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আমি কি তোমাদের নিকট দীন পৌছিয়েছি? সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে, আমি আমার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছি।"

খ) উম্মতে মুহাম্মদীর কাধেঁ দায়িত্ব হস্তান্তর

﴿ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ﴾

'আর এই কুরআন অহীর মাধ্যমে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে তা পৌছাবে তাদের সবাইকে সর্তক করে দিতে পারি।' (সূরা আনআম-১৯)

আল্লাহ জানেন তাঁর রাসূল চিরকাল দুনিয়ায় থাকবেন না । তাঁর অমোঘ বিধান অনুযায়ী অন্যান্য সৃষ্টির মত তাকেও মৃত্যু বরণ করতে হবে। বিদায় হজ্জ পর্যন্ত কোটি কোটি মানব অধ্যুষিত এ পৃথিবীর মাত্র কয়েক লক্ষ লোক দীন ইসলামের আলো পেয়েছিল। অথচ কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির নিকট দীনের এ দা'ওয়াত পৌছাতে হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর উপর রিসালাতের গুরু দায়িত্ব র্অপন করলেন এবং ঘোষণা করেন– "তোমাদের মাঝে এমন একটি দল থাকতে হবে যারা মানুষকে কল্যাণের পথে আহবান করবে...."।

* ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

تَسْمَعُوْنَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ -

"আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছ, তোমাদের কাছ থেকে তা শুনানো হবে (অন্য লোকেরা শুনবে) আর তোমাদের নিকট থেকে যারা শুনবে তাদের কাছ থেকেও আবার এই কথা অন্যদের শুনানো হবে।" (আবু দাউদ, ইবনু হিব্বান, আহমদ, হাকিম- ইমাম হাকিম এটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন, ইমাম যাহাবীর মতও তাই. আল্লামা আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন)

* রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, "আমার মৃত্যুর পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে, যখন তারা তোমাদের নিকট এই উদ্দেশ্যে আসবে, তখন তোমরা যেন তাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হও এবং তাদের নিকট আমার হাদীস বর্ণনা কর"। (মুসনাদে আহমদ)

রসূলে করীম (সাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে এটাও বলেছিলেন- "যে ব্যক্তি এখানে উপস্থিত রয়েছ তারা অনুপস্থিতদের নিকট আমার বাণী পৌঁছে দেবে। কেননা উপস্থিত অনেকের চেয়ে অনেক অনুপস্থিত ব্যক্তি আমার এ বক্তব্যের অধিক গুরুত্ব দেবে এবং সত্য বলে মনে করবে।" (সহীহ বুখারী)

অতএব বোঝা গেল, দাওয়াতের এ কাজ উম্মতের কোন বিশেষ শ্রেণীর হাতে ন্যাস্ত করা হয়নি বরং নির্বিশেষে গোটা উম্মতের উপরই ন্যাস্ত করা হয়েছে। ধন-গরীব, যুবক-বৃদ্ধ শিক্ষিত, নর-নারী সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। এই দায়িত্ব থেকে কেউই মুক্ত নয়।

তবে তাবলীগের এ নির্দেশ যথাযথ পালন করার জন্য নবুওয়াতী পন্থায় ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলেই এ কাজ সহজ হয়ে আসবে। মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান তথা ইসলামী খিলাফত একটি সাংগঠনিক সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রের সকল মুসলিম নাগরিকের প্রতিনিধি হিসেবে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাবেন এবং এমতাবস্থায় তাবলীগের দায়িত্ব পালন সাধারণ মুসলমানদের জন্য ফরযে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু মুসলমানরা যদি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমে ব্যর্থ হয় বা ইসলামী হুকুমাত কায়েম না থাকে তাহলে এ দায়িত্ব সমাজের প্রতিটি মুসলমানের ওপর এসে পড়বে এবং তা সঠিক ভাবে পালন না হলে তার গুনাহও তাদের ওপর বর্তাবে।

দা'ওয়াত ও তাবলীগের মূল ভিত্তি

দাওয়াত ও তাবলীগ শুধুমাত্র দুটি জিনিসের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হবে। (১) মহাগ্রন্থ আল কুরআন। (২) সুন্নাতে রাসূল (সাঃ)। নবী করীম (সাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন–

﴿ تَرَكْتُ فِيكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ ﴾

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি যা আকঁড়ে ধরতে পারলে তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল– আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাত। (মুয়াত্তা ঈমাম মালেক)

কাদের নিকট তাবলীগ করতে হবে

১। পরিবার পরিজন

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِكُمْ نَارًا ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর।" (সূরাঃ আত তাহরীম- ৬)

২। নিকট আত্মীয় স্বজনদেরকে

﴿ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الاَ قْرَبِيْنَ ﴾

"(হে রাসূল)! আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।"
(সূরাঃ আশ শুআরা-২১৪)

৩। সমাজের লোকদের নিকট

﴿ وَ لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾

"(এ কুরআন আমি অবতীর্ণ করেছি) যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পার্শবর্তীদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন।" (সূরাঃ আল আনআম ৯২)।

৪। বিশ্বের সকল মানুষের নিকট

﴿وَلْتَكُمْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ﴾

তোমাদের মাঝে এমন একটি দল থাকতে হবে যারা মানব জাতিকে কল্যানের পথে আহবান জানাবে। (সূরা আল-ইমরান -১০৪)

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। (সূরাঃ আল ইমরান-১১৯)

তাবলীগ একাকী হবে না জামা'আতবদ্ধভাবে?

দাওয়াত ও তাবলীগে দ্বীন কয়েক ভাবে হতে পারে-

ক) ব্যক্তিগত উদ্যোগ

অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে মানুষের নিকট দাওয়াত পৌছে দেয়া ও দ্বীনের বিধি বিধান সমহ অবহিত করা।

খ) জামা'আতবদ্ধভাবে

জামা'আত তথা দলবদ্ধভাবে দ্বীন প্রচার। যেমন, তাবলীগী টীম গঠন করে প্রতিটি মহল্লায়, পাড়ায়, দোকানে, বিভিন্ন স্থানে দ্বীনের তাবলীগ করা।

গ) রাষ্ট্রীয়ভাবে

রাষ্ট্রীয়ভাবে বা সরকারী উদ্যোগে তাবলীগী দল গঠন করে দেশের অভ্যন্তর সহ বিভিন্ন দেশে প্রেরণ ইত্যাদি।

এখানে লক্ষণীয় যে, তাবলীগের জন্য ঘর সংসার ত্যাগ করা অপরিহার্য নয়। সুতরাং প্রতিটি মুসলিম চাই সে চাকরীজীবী, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, দিনমজুর যে পর্যায়ের হোন না কেন তিনি স্বস্থানে থেকে সর্বাবস্থায় এ পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। আর এভাবে তাবলীগ করাটা সকলের জন্য সম্ভব এবং সহজতর।

দা'ওয়াতের মূলনীতি ও পদ্ধতি

ﺍُﺩْﻉُ ﺍِﻟٰﻰ ﺳَﺒِﻴْﻞِ ﺭَﺑِّﻚَ ﺑِﺎﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﻭَﺍﻟْﻤَﻮْﻋِﻈَﺔِ ﺍﻟْﺤَﺴَﻨَﺔِ ﻭَﺟَﺎﺩِﻟْﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟَّﺘِﻰْ ﻫِﻰَ ﺍَﺣْﺴَﻦُ، ﺍِﻥَّ ﺭَﺑَّﻚَ ﻫُﻮَ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﻦْ ﺿَﻞَّ ﻋَﻦْ ﺳَﺒِﻴْﻠِﻪٖ ﻭَﻫُﻮَ ﺍَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﺎﻟْﻤُﻬْﺘَﺪِﻳْﻦَ﴾

"(হে রাসূল)! আপনি প্রতিপালকের পথে (মানুষকে) আহ্বান করুন হিকমাত (যা দ্বারা আপনার দাবী সপ্রমাণ করাই উদ্দেশ্য হয়) ও সদুপদেশ দ্বারা এবং (এ কাজ করতে গিয়ে যদি কখনো তর্কে জড়াতে হয় তাহলে) তাদের সাথে বিতর্ক করুন উৎকৃষ্ট পন্থায়, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ভাল করেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপদগামী হয়েছে এবং এও জানেন যে, কে হেদায়েতের পথে রয়েছে।" (সূরাঃ নাহল-১২৫)

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দা'ওয়াত ও তাবলীগের নীতি ও পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এই দাওয়াতের উপায় উপকরণ কি হবে, কোন নীতি ও পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং পরবর্তীতে তাঁর উম্মতের মুবাল্লিগগণ দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করবেন তার রূপ রেখাও আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। মুবাল্লিগদের উচিত, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করার পূর্বে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এই মূলনীতি গুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা।

❁ প্রথম মূলনীতি-হিকমাত

দাওয়াতের ক্ষেত্রে একজন মুবাল্লিগের প্রথম অবলম্বনের বিষয় হলো হিকমাত। অর্থাৎ মুবাল্লেগকে হিকমাতের সাথে মানুষকে আহবান করতে হবে।। হিকমাত কি বা হিকমাত দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ বিষয়ে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার বলে মনে করছি।

'হিকমাত' আরবী শব্দ। এর বাংলা অর্থ-গভীর জ্ঞান, দীপ্ত বুদ্ধি। বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত আরবী বাংলা অভিধানে "হিকমাত' অর্থ করা হয়েছে তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞতা, পরিণাম দর্শিতা, বিচক্ষণতা। এছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থে হিকমাতের নিম্ন বর্ণিত অর্থ করা হয়েছে- (১) পরিস্থিতি অনুপাতে কথা বলা হিকমাতের অন্তর্ভুক্ত।' (২) হিকমাত হলো জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃত সত্য লাভ, সত্য লাভের যোগ্যতা ও প্রতিভা। (৩) 'সর্বোত্তম জিনিস সমূহ সম্পর্কে সুক্ষ্ম গভীর জ্ঞান লাভ করাই হিকমাত।

পবিত্র কুরআনে দৃষ্টিপাত করলে তাতে হিকমাত শব্দের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে নিজেকে বহুবার হিকমাতের গুণে বিশেষিত করেছেন। কখনো বলেছেন ، عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ[১] اَلْحَكِيْمُ اَلْخَبِيْرُ[২] عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ[৩] কখনো বলেছেন ، حَكِيْمٌ حَمِيْدٌ[৪] حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ।[৫] একইভাবে কুরআনকেও হিকমাত নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ (সূরাঃ ইয়াসিন২), اَلْكِتَابِ الْحَكِيْمِ। (সূরাঃ লুকমান-২, ইউনুস-১) অপর দিকে রাসূলগণকে আল্লাহ্ পাক বিশেষ যে দুটি বস্তু দান করেছেন সে সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ

'আর (স্মরণ কর) আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গিকার গ্রহণ করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি (তা হলো) কিতাব ও হিকমাত।"

(সূরাঃ আল ইমরান-৮১)

'আয়াতে উল্লেখিত 'আল-কিতাবসহ কুরআনের যতস্থানে কিতাবের সঙ্গে 'হিকমাতে'র উল্লেখ হয়েছে সেসব স্থানেই কিতাব অর্থ আল্লাহর নিজস্ব কালাম আসমানী গ্রন্থ, যা রাসূলদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যাতে আল্লাহর আদেশ নিষেধ ও উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। আর 'আল-হিকমাত' অর্থ সে সবের নিগুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও সঠিক জ্ঞান এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী সঠিক কাজ। বস্তুত এই নির্ভুল জ্ঞান ও তদানুযায়ী সঠিক আমল করার বুদ্ধি প্রত্যেক রাসূলকেই দেয়া হয়েছে। নবী রাসূল গণের ক্ষেত্রে এটা আল্লাহর স্থায়ী ও নির্বিশেষ নিয়ম।'

নবী ইব্রাহিম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) যখন কাবা ঘর নির্মাণ করছিলেন তখন তাঁরাও আল্লাহর সমীপে এই আবেদন করেছিলেন যে–

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ﴾

"হে পরওয়ারদেগার! তাদের বংশের মধ্য থেকেই একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন

(সূরাঃ আলবাকারা-১২৯)

---

১. সূরা আনফাল-৭১, তওবা-১৫.২৮, ৬০, ৯৭। ২. সূরা আনআম -১৮.৭৩।
৩. সূরা বাকারা-১২৯,২০৯, ২২০, ইমরান -৬,১৮। ৪. সূরা ফুসসিলাত-৪২।
৫. সূরা আনআম-৮৩,১২৮, ১৩৯।

আল্লাহ পাক তাঁদের দুআ কবুল করেছিলেন এবং তাদের বংশে সাইয়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মদ (সাঃ) কে প্রেরণ করে বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِى الأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ـ

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে। সে (রাসূল) তাদের নিকট তিলাওয়াত করে আল্লাহর আয়াত, তাদেরকে পবিত্র ও সংস্কৃত করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত।'(সূরাঃ জুমআ ২)

আয়াতে নবী করীম (সাঃ) -এর তিনটি সুস্পষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ঘোষনা করা হয়েছে। এবং শেষাংশে বলা হয়েছে 'কিতাব' ও হিকমাত' শিক্ষাদানও তাঁর দায়িত্ব। এখানেও আল কিতাব অর্থ কুরআনুল কারীম কিন্তু হিকমাত অর্থ কি? যা তিনি উম্মতদের শিক্ষা দেবেন? ঈমাম শাফেয়ী (রহ) লিখেছেন, কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞানে সর্বাধিক পারদর্শী আস্থাভাজন বিশিষ্ট লোকদের নিকট আমি শুনেছি ঃ তারা বলেছে হিকমাত হচ্ছে রাসূলের সুন্নাত। অতঃপর তিনি লিখেছেন- রাসূলের সুন্নত হলো সেই হিকমাত যা হযরতের দিল মুবারকে আল্লাহর নিকট থেকে উদ্রেগ করা হয়েছে (কিতাবুর রিসালা)

আল্লাহ পাক অন্যত্র মুহাম্মদ (সাঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন–

وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ـ

"(হে নবী!) আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাত নাযিল করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।"(সূরাঃ আন নিসা-১১৩)

এরূপ বহু আয়াতেই কিতাবের সাথে হিকমাত দানের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্ল্যেখ করা হয়েছে।এই আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন, আয়াতে উল্লেখিত 'কিতাব' অর্থ কুরআন মজিদ এবং হিকমাত অর্থ সুন্নাত বা হাদীসে রাসূল। (এই উভয় জিনিসই আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ)। (ইবনু কাসীর)

3

ইমাম শাফেয়ী (রহ) লিখেছেন, বাক্যে 'কিতাবের সাথে হিকমাত উল্ল্যেখ্য করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাহ ও শিক্ষার নাম যে হিকমাত

তাও আল্লাহ তাআলারই অবতারিত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে. কুরআন-ওহী মাতলু' যা তিলাওয়াত করা হয় এবং যার অর্থ ও শব্দাবলী উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। আর হাদীস তথা সুন্নাত 'গাইরে মাতলু' যা তিলাওযাত করা হয় না। এর শব্দ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এবং মর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে। (মা'আরেফুল কুরআন)

আয়াতে হিকমাতকে সুন্নাত বলার তাৎপর্য সম্পর্কে সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ) লিখেছেন, সুন্নাত বা হাদীসকে হিকমাত বলার তাৎপর্য এই যে, এর দ্বারাই হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে এবং কুরআনেরা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মোটকথা তাফসীরকার সাহাবীগণ নবী করীম (সাঃ)-এর কাছ থেকে শিখে কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন। এখানে হিকমাত শব্দের অর্থ তাদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবগুলোর মর্মই এক। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাত। হিকমতের অর্থ কেউ কুরআনের তাফসীর, কেউ ধর্মের গভীর জ্ঞান, কেউ শরীয়তের বিধি-বিধানের জ্ঞান, কেউ এমন বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন বলেছেন, যা শুধু রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বর্ণনা থেকেই জানা যায়। নিঃসন্দেহে এসব উক্তির সারমর্ম হল রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ। (মা'আরেফুল কুরআন)

এ যাবত হিকমাতের মোটামুটি ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো মাত্র। এক্ষনে আমরা সূরা আন-নাহলে বর্ণিত দাওয়াতের ক্ষেত্রে অবলীম্বনীয় প্রথম মূলনীতি- 'হিকমাত' এর অর্থ মুফাসসিরগণ কি করেছেন তার কতক তুলে ধরবো।

ক) ইমাম ইবনু জারীরের উক্তি অনুযায়ী 'হিকমাত' দ্বারা কালামুল্লাহ ও হাদীসে রাসূল (সাঃ) উদ্দেশ্য। (তফসীর ইবনে কাসীর)

খ) সাহাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কুরআনে কারীমই হলো হিকমাত। (তফসীর ইবনে আব্বাস)

গ) আলোচ্য আয়াতে হিকমাত দ্বারা উদ্দেশ্য আল-কুরআন।(তফসীরে জালালাইন)

ঘ) হিকমত হলো আল্লাহর সেই অহী যা তিনি নবী (সা) -এর প্রতি করেছেন এবং তাঁর সেই কিতাব যা তিনি নবী (সা) এর উপর নাযিল করেছেন। (তফসীর তাবারী)

ঙ)হিকমত হলো সে অন্তদৃষ্টি যার দ্বারা মানুষ অবস্থার তাগিদ জেনে নিয়ে তদানুযায়ী কথা বলে এবং নম্রতার সময় নম্রতা এবং কঠোরতার সময় কঠোরতা অবলম্বন করে। (রুহুল বায়ান)

চ) এমন বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমাত বলা হয় যা মানুষের মনে আসন করে নেয়। (তাফসীরে রুহুল মাআনী)

ছ) বুদ্ধি খাটিয়ে যাকে দা'ওয়াত দেয়া হচ্ছে তার মন, মানস, যোগ্যতা ও অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা তৎসঙ্গে পরিস্থিতি বুঝে কথা বলা হচ্ছে হিকমাত। (তাফহীমূল কুরআন)

জ) অকাট্য দলিলই হিকমাতের মূল বস্তু, যাকে বুরহান বলা হয়। আর কুরআন কারীমে স্বাভাবিক ও যৌক্তিক বহু প্রমাণই শোতৃবর্গের সম্মুখে তুলে ধরা হয়েছে। অতএব এমন কোন দাবীর পক্ষে কাল্পনিক প্রমাণের অবতারণা করা হয়নি যার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ দেয়া না যায় বরং কুরআনের সমস্ত দাবীই যৌক্তিক। অর্থাৎ সমগ্র কুরআনে কারীমই হলো হিকমাত। (তফসীরে আশরাফী)

ঝ) যুক্তি সম্মত সঠিক কথা যা দ্বারা মানুষকে সত্যের দিকে আহবান করা হয়। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তী (রহ) বলেছেন, এ স্থলে হিকমত অর্থ মহাগ্রন্থ আল কুরআন (তফসীরে নূরুল কুরআন)

(ঞ) মজবুত দলিল প্রমাণের আলোকে হিকমত ও প্রজ্ঞাজনোচিত ভঙ্গিতে অত্যন্ত পরিপক্ক ও অকাট্য বিষয় বস্তু পেশ করা যা শুনে সামাজদার ও জ্ঞানবান লোক মাথা ঝুকিয়ে দিতে বাধ্য হয়। দুনিয়ার কাল্পনিক দর্শনাদি তার সামনে ম্লান হয়ে যায়। (তফসীরে ওসমানী)

(ট) With the divine inspiration and Quran.

(THE NOBLE QUR'AN)

অতএব হিকমাতের আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, শরীয়তের নিয়ম পদ্ধতি পরিত্যাগ করে কারো মনগড়া পদ্ধতির অনুসরন বা ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থপরায়ণতার কারণে, ভয়ে বা গাঁ বাঁচানোর নীতি অবলম্বনের মানসে সত্যপ্রচারে কুণ্ঠাবোধ বা কৌশল অবলম্বনের ধূয়া তুলে বানোয়াট কথাবার্তা ও সহীহ তরীকাকে পরিবর্তন করে ফেলা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে (বিশেষ করে মুসলমানদের মাঝে তাবলীগ করার ব্যাপারে) কোনক্রমেই হিকমাত বলে গণ্য ও বিবেচিত হতে পারে না। ঐরূপ করার দ্বারা একদিকে যেমন নিজেকে গুনাহগার সাব্যস্ত করা হয় অপর দিকে তার মাধ্যমে দীন-ইসলামের আসল রূপই পরিবর্তন ও বিকৃত হয়ে যায়। তাই এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্তই প্রয়োজন।

"হিকমত" সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াতে কারীমা

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ . بقرة– ١٥١

اذكروا نعمت الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة... بقرة– ٢٣١

يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحمة فقد اوتى خيرا كثيرا. بقرة– ٢٦٩

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والا نجيل. عمران– ٤٨

وما كان لبشران يوتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة .عمران –٧٩

لقد من الله على المؤ منين اذ بعث فيكم رسولا من انفسكم يتلوا عليهم ايته

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. عمران – ١٦٤

فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمة واتينهم ملكا عظيما. نساء – ٥٤

وانزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم . نساء ١١٣

ولما جاء عيسى بالبينت قال قد جئتكم بالحكمة . زخرف – ٦٣

ولقد اتينا لقمني الحكمة ان الشكرو الله . لقمان – ١٢

وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ص– ٢٠

ذالك مما اوحى اليك ربك من الحكمة. بنى اسرائيل– ٣٩

اولئك الذين اتينهم الكتاب والحكم والنبوة .انعام– ٨٩

ولما بلغ اشده اتينه حكمة وعلما وكذالك نجز المحسنين ـ يوسف – ٢٢

❋ হাদীসে হিকমত শব্দের ব্যবহার

যে সকল হাদীসে হিকমত শব্দের উল্লেক রয়েছে তার কতক নিম্নে তুলে ধরা হলো –

হিকমত সম্পর্কে সহীহ হাদীস

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى صَدْرِهِ وَقَالَ: اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ ـ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা নবী কারীম (সাঃ) আমাকে তার বুকে চেঁপে ধরে বললেন, হে আল্লাহ! একে হিকমাত দান করুন।

ইমাম বুখারী (রহ) বলেন (এখানে) হিকমাত অর্থ অহীর মাধ্যম ব্যতিত নির্ভূল জ্ঞান লাভ।

(সহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মানাকিব, অনুচ্ছেদঃ মানাকিবে ইবনে আব্বাস (রাঃ)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص): لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ : رَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَاٰخَرُ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَ يُعَلِّمُهَا.

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারোর সাথে হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করা বৈধ নয়। তাদের একজন হল এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তায়ালা অনেক ধনসম্পদ দান করেছেন এবং সৎ পথে সেগুলো ব্যয় করার মন মানুসিকতা দিয়েছেন। অপর ব্যক্তি হলো আল্লাহ তাআলা যাকে দীনী জ্ঞান তথা হিকমাত দান করেছেন। সে তার জ্ঞান অনুযায়ী মানুষের মাঝে ফায়সালা করে এবং মানুষকে তা শিক্ষাও দেয়। (সহীহ বুখারী)

হিকমাত সম্পর্কিত যঈফ ও মুনকার হাদীস

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا ـ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা মুমিনের ধন। সুতরাং সে যেখানেই তা পাবে, সেই হবে তার অধিকারী। (তিরমিযী-কিতাবুল ইলম, ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীসটি গরী, হাদীসে সনদে ইবরাহীম ইবনুল ফাদল মাখযুমী দুরবল রাবী, আল্লামা আলবানী এটিকে খুবই যয়ীফ বলেছেন।)

﴿قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِىٌّ بَابُهَا﴾

রাসলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ আমি হলাম জ্ঞানেরঘর আর আলী সেই ঘরের দরজা। (তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে গরিব ও মুনকার বলেছেন, আলবানী এটিকে যঈফ বলেছেন)

✿ **দ্বিতীয় মূলনীতি-সদুপদেশ**

তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে হিকমাতের পাশাপাশি সদুপদেশও থাকবে। অর্থাৎ নরম ও সুন্দর ভাষায় কথা বলতে হবে যেন তা মানুষের মনের গভীরে রেখাপাত করে এবং তাদের অনুভূতিকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

সদুপদেশের আরো চমৎকার ব্যাখ্যা বিভিন্ন তাফসীরকারগণ স্বীয় গ্রন্থ সমূহে তুলে ধরেছেন। যেমন-

ক) আল্লামা ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন, সদুপদেশ দ্বারা ঐ উপদেশকে বুঝানো হয়েছে যার মধ্যে ভয় ও ধমক থাকে, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে এবং আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচার উপায় অবলম্বন করে।

খ) উত্তম উপদেশ উহাই, যা দ্বারা উৎসাহ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন এবং কঠিন অন্তরকে নরম করার উদ্দেশ্যে হয়।

গ) কামুসুল মুফরাদাতে রাগিবে বলা হয়েছে- সদুপদেশ হচ্ছে, শুভেচ্ছা মূলক কথা কার্যকর ভঙ্গিতে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্য নরম হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে দা'ওয়াত দাতার কোন স্বার্থ নেই, শুধু শুভেচ্ছার খাতিরে বলেছেন।

ঘ) আল্লামা মওদূদী (রহঃ) বলেন, সদুপদেশের দুটি অর্থ ঃ (১) যাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে তাকে শুধুমাত্র যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তৃপ্ত করে দিয়ে ক্ষ্যন্ত হলে চলবে না। বরং তার আবেগ অনুভূতির প্রতিও আবেদন রাখতে হবে এবং সে গুলোর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হবে। (২) উপদেশ এমন ভাবে দিতে হবে যাতে আন্তরিকতা ও মঙ্গলাকাংখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এমনটি হবে না যে, উপদেশ দাতা তাকে তাচ্ছিল্য করছে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির স্বাদ নিচ্ছে। বরং সে অনুভব করবে উপদেশ দাতার মনে তার সংশোধনের প্রবল আকাংখা রয়েছে এবং আসলে সে তার ভাল চায়।

✿ তৃতীয় মূলনীতি-উত্তম পন্থায় বিতর্ক

দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজে কোথাও হয়ত তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন হবে। কেননা মানুষের মনে কম বেশি অহমিকা ও আত্মম্ভরিতা থাকাটাই স্বাভাবিক। যার ফলে সে অন্যের মতামতকে বিনা বাক্যে মেনে নিতে পারে না। তাছাড়া সকলের চিন্তা চেতনাও এক রকম নয়। সুতরাং যদি কারো সাথে তর্ক বিতর্ক করার প্রয়োজন হয়, তবে তা নরম ও উত্তম ভাষায় করা দরকার। রুহুল মা-আনীতে বলা হয়েছে, উত্তম পন্থায় বিতর্কের মানে এই যে, কথা বার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে এবং এমন যুক্তি প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। তবে উত্তম হল তর্ক বির্তক এড়িয়ে চলা। উধাহরণ হিসেবে এখানে সূরা হাজ্জের আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে সেখানে আল্লাহ বলেছেন যে,

﴿فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

'অতএব তারা যেন এ (শরীয়তের) ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়। তুমি তোমার পালন কর্তার দিকে দাওয়াত দাও। নিঃসন্দেহে তুমিই সঠিক পথে রয়েছ। তারা যদি তোমার সাথে ঝগড়া করে তবে বলে দাও, তোমরা যা কিছু করছ তা আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন।' (সূরা-হাজ্জ ৬৭-৬৮)

তবে এদিকে খেয়াল রাখা দরকার যে, তর্ক বিতর্ক করতে গিয়ে কখনো প্রতিপক্ষের লোকদেরকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা যাবে না। তারা যেন উপলব্ধি করতে পারে যে, এই তর্ক বিতর্কের উদ্দেশ্য কেবল প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করাই নয় বরং তাকে সন্তুষ্ট চিত্তে সত্য ও বাস্তবতাকে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন ঃ

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾

"তোমরা আহলে কিতাবের সাথে তর্ক বিতর্ক করার সময় উত্তম পন্থা অবলম্বন করো, তবে তাদের সাথে নয় যারা জুলুম করে।" (সূরা ঃ আনকাবুত-৪৬)

অনুরূপভাবে মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) কেও ফিরাউনের নিকট পাঠাবার সময় বলে দেওয়া হয়েছিল-

﴿إِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾

"তোমরা তাকে নরম কথা বলবে তাহলে হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে।" (সূরা ত্বাহা-৪৩-৪৪)

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, কে পথভ্রষ্ট আর কে সত্য পথের অনুসারী তিনি তা ভাল করেই জানেন। সুতরাং তুমি দাওয়াত পৌছাতে থাকো। কিন্তু যারা মানে না অযথা তাদের পিছনে পড়ে থেকো না।

দা'ওয়াত মুসলমানদের মাঝে হবে নাকি অমুসলিমদের মাঝে?

দা'ওয়াতী কাজ কি মুসলমানদের মাঝে করা হবে, না অমুসলিমদের মাঝে এ ব্যাপারে দু'ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়।

*** প্রথম বক্তব্য**

দাওয়াত মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের প্রতিই প্রযোজ্য। অর্থাৎ দাওয়াতী কাজ যেমন অমুসলিমদের মাঝে করতে হবে তেমনি মুসলিমদের মাঝেও।

*** দ্বিতীয় বক্তব্য**

দাওয়াতী কাজ শুধু অমুসলিমদের মাঝে করতে হবে আর মুসলমানদের মাঝে যা করা হবে তা হলো ইসলাহ বা সংশোধন। রাসূলে করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম অমুসলিমদেরকেই দাওয়াত দিয়েছেন। আর মুসলমানদের মাঝে যখন শরীয়তের কোন বিধানের উপর আমলের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে বা উহা পালনে কোনরূপ অবহেলা ও উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়েছে তখন তা সংশোধনের জন্য তাবলীগ ও তাগীদের মাধ্যমে শরীয়ত না মেনে চলার পরিণতি সম্পর্কে শর্তক করেছেন। অর্থাৎ যখন কারোর ঈমান ও আমলে ত্রুটিদেখা গিয়েছে তা সংশোধন করে প্রকৃত মুমিনে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছে। মুসলমানদের মাঝে সংশোধনমূলক কাজ করার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে প্রচুর দলিল বিদ্যমান যার কতিপয় নিম্নরূপ–

﴿وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ﴾

'মূসা তার ভাই হারূনকে বলল, আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, তাদের সংশোধন করতে থাকবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না।' (সূরা আল-আরাফ-১৪২)

﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ﴾

মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের (দোষ ত্রুটি) সংশোধন করে দাও। (সূরা আল-হুজরাত-১০)

﴿ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾

'অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মেনে চল-যদি ঈমানদার হয়ে থাক।'

(সূরা আল-আনফাল-১)

وَ اِنْ طَائِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

'মুমিনদের দুই দলে যদি দন্দে লিপ্ত হয় তাহলে তোমরা তাদেরকে সংশোধন করে দেবে।'(সূরা আল-হুজরাত-৯)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন- ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় সূচনা লাভ করেছিল খুব শীগগীরই সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। তবে তখনকার সেই 'গুরাবা 'অপরিচিত লোকদের জন্য সুসংবাদ। একথা শুনে সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! 'গুরাবা' বলতে আপনি কাদেরকে বুঝাচ্ছেন? জবাবে রাসূল (সা) বললেন

الذين يصلحون اذا افسد الناس من سنت

'তারা হলো সেই লোক, যারা জনগণ যখন আমার সুন্নাত হতে বিচ্যুত হয় তখন সংশোধন মূলক কাজ করে।'

(তিরমীযী, ইমাম তিরমীযী এটিকে হাসান বলেছেন, আলবানী বলেছেন যঈফ।

দা'ওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যম

মৌখিক ভাবে কথার মাধ্যমে ঃ মৌখিক ভাবে কথার মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদেরকে দীনের দাওয়াত দেয়া যায়। এ ক্ষেত্রে লোকজন আমন্ত্রন জানিয়ে একত্রিত করে ইসলামী জলসা ও সম্মেলন করা যেতে পারে।

লিখনির মাধ্যমে ঃ ইসলামী বই পুস্তক রচনা, বিনামূল্যে বা স্বল্প মূল্যে বই বিতরণ, পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখন, ইসলামী সাময়িকী প্রকাশ, অনারবদের আরবীতে লিখিত কুরআন, হাদীস ও ইসলামী বই অনুবাদ করে শিক্ষিত লোকের নিকট প্রচার, লিফলেট বিতরণ এবং পোষ্টার লিখনের মাধ্যমে দীনের তাবলীগ করা যায়।

শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে ঃ আধুনিক শিক্ষার নামে ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কুরআন হাদীসের মৌলিক জ্ঞানার্জন

বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে শিক্ষক ও ছাত্র তথা শিক্ষিত মহলে আল্লাহর দ্বীনের তাবলীগ করা যায়। এতে করে শিক্ষিত সমাজকে নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা যাবে এবং তারা আল্লাহর দীন সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে।

মসজিদের খতিব ও ইমামের মাধ্যমে ঃ মসজিদের খতিব বা ইমামের দ্বারা যদি সমবেত মুসল্লিদের নিকট দু'একটি আয়াত ও হাদীস বয়ান করা হয়,তবে এতে সহজেই কুরআন ও সুন্নাহর তাবলীগ হয়ে যায়।

বাহাস মুবাহাসার মাধ্যমে ঃ বাহাস মুবাহাসার মাধ্যমে দ্বীনের সঠিক দিক নির্দেশনা পরিস্কার হয়ে ওঠে। যার ফলে ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসের অবসান ঘটে এবং মানুষের নিকট ইসলামের সঠিক সিদ্ধান্ত পৌছে যায়।

দ্বীনি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে ঃ যাদের কাজ হবে দীন প্রচার করা ও ইসলামের সঠিক দিক মানুষের নিকট তুলে ধরা।

আধুনিক প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে ঃ বর্তমানে বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা এমন উন্নত হয়েছে যে, মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের সংবাদ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌছে দেয়া যায়। তাই রেডিও, টিভি, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমেও দ্বীনের তাবলীগ খুব সহজে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌছে দেয়া সম্ভব।

তাবলীগ হতে হবে পূর্ণাঙ্গ দীনের

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَّةً﴾

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।"

(সূরা আল-বাকারা-২০৮)

দাওয়াত ও তাবলীগ দীন ইসলামের কোন একটি দিক বা বিভাগকে কেন্দ্র করে নয় বরং তাবলীগ হতে হবে দ্বীনের সকল বিষয়ের। বেনামাযীর নিকট যেমন নামাযের তাবলীগ করতে হবে তেমনি নামাযীর নিকট করতে হবে সমাজকে ইসলামী ধাঁচে গড়ে তুলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার তাবলীগ। আবার যে ব্যক্তির ঐ বুঝ এসে গেছে তার নিকট করতে হবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত হবার এবং এজন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার তাবলীগ। এমনিভাবে যিনি ব্যবসায় জড়িত তার কাছে হালাল পন্থায় ব্যবসার সুফল ও

হারাম পন্থায় ব্যবসার কুফল এর তাবলীগ করতে হবে আবার যিনি কর্মচারী তার কাছে করতে হবে মালিকের হক সম্পর্কে তাবলীগ। অর্থাৎ মুবাল্লিগদের কাজ হবে ঈমান ও আমলের মানো. .ন করা। এমনটি যেন না হয় যে, মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর শুধু একটি বিষয়েরই তাবলীগ করা হবে বা প্রতিজ্ঞা নিয়েছে যে, যত দিন বেঁচে থাকবে শুধু নামায বা রোযার তাবলীগই করে যাবে। দুঃখের বিষয় হল, আজকাল কিছু দীনী সংগঠনের মাঝে ঐরূপ স্বভাব লক্ষ্য করা যায়। সেজন্য কোন কোন হকপন্থী আলেমকে মনক্ষুন্ন হয়ে এরূপ মন্তব্য করতেও শুনা যায় যে, "যারা নিজেদের কার্যক্রমকে দু'একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছে তারা কি শয়তানের পথ অনুসরণ করতে চাচ্ছে? কারণ আল্লাহ তো শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে দ্বীনে ইসলামে পুরোপুরি দাখিল হওয়ার নির্দেশ করেছেন। সেই হিসেবে সুবিধা মত দীনের অংশ বিশেষ মেনে নেয়া বা বেছে নেয়া আর অন্যান্য বিধানকে মেনে নিতে অপারগতা প্রকাশ করা বা অনীহা প্রর্দশন শয়তানের পদাঙ্গ অনুসরণের নামান্তর নয় কি?"

আসল কথা হল, প্রত্যেক মুবাল্লিগের এ বিষয়ে খেয়াল রাখা অতীব জরুরী যে, তারা যেন ধারাবাহিকভাবে দীনের প্রতিটি বিষয়েরই তাবলীগ করেন। কেননা এটাই হচ্ছে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাত। এমনিভাবে অমুসলিমদের প্রতি দা'ওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কথা হাদীসে পাওয়া যায়। যেমন–

একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুআয (রা)- কে ইয়ামেনে প্রেরণ করে বললেন, (হে মুআয!) নিশ্চয় তুমি একটি কিতাবধারী কওমের নিকট যাচ্ছো। অতএব তুমি তাদেরকে সর্ব প্রথম কালেমা পাঠের দাওয়াত দেবে। "আল্লাহ ব্যতীত কোনই উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা) নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল"এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করতে বলবে। যখন তারা এটা মেনে নেবে তখন তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যখন তারা এটাও মেনে নিবে, তখন তাদেরকে অবহিত করবে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি যাকাত ফরয করেছেন অতঃপর এটি মেনে নিলে ধনীদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে তা গরীবদের মাঝে বিতরণ করবে। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

প্রকৃত মুবাল্লিগ বাতিল শক্তির চক্ষুশূল

একজন প্রকৃত মুবাল্লিগ কখনোই শিরক, কুফর বা আল্লাহর জমীনে গাইরুল্লাহর কতৃত্ব ও আনুগত্যকে মেনে নিতে পারে না । কারণ সে তো ঈমান

এনেছে সেই মহান শক্তিধর এক আল্লাহর ওপর। সর্বক্ষেত্রে একমাত্র তাঁর আনুগত্যের জন্যই সে দুনিয়ার মানুষকে আহ্বান জানায় এবং তার দীন প্রতিষ্ঠার জন্যই যে মানুষের দ্বারে দ্বারে দীনে ইসলাম প্রচার করে বেড়ায়। আর সেজন্যই সে সর্বযুগের কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক নামধারী বাতিল শক্তির পথের কাটা। কারণ কুফর ও শিরকের ওপর ভিত্তি করেই বাতিল শক্তির নেতৃত্ব, কতৃত্ব ও আগ্রাসি থাবা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তৃত। এরূপ পেক্ষাপটে কেবলমাত্র আল্লাহর রাহের দাঈ ও মুবাল্লিগগণই জনসমাজের সামনে তাদের মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচন করেন, গাইরুল্লাহর আনুগত্য প্রত্যাখানের আহ্বান রাখেন এবং যাবতীয় শিরক ও কুফরের গায়ে পদাঘাত করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। তাই বাতিল শক্তি সব সময়ই চেয়েছে তাওহীদের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য মুমিনদেরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে। যার বাস্তব চিত্র নবীগণের দা'ওয়াতী জীবনেও পরিলক্ষিত হয়েছে।

নবী ইবরাহীম (আঃ) যখন থেকে সমাজের প্রচলিত শিরকের বিরুদ্ধাচারণ এবং নমরুদের তাগুতী প্রশাসনের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাখান করে কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কে একনিষ্টভাবে গ্রহণ করার দাওয়াত প্রদান করছিলেন তখনই তিনি নমরুদের শত্রুতে পরিণত হয়ে ছিলেন। তাঁর কালেমার আওয়াযে নমরুদ প্রশাসনের ভীত্ কেঁপে উঠেছিল। ফলে তাঁকে শিকার হতে হল নমরুদের নির্যাতনের। নবী মূসা (আঃ)ও যখনই ফেরাউনের মানব রচিত তাগুত শাসনের বিরোধীতা করলেন, ফেরাউনের আনুগত্য প্রত্যাখান করে নিলেন, এবং গাইরুল্লাহর কবর রচনার জন্য সকল প্রকার শিরক ও কুফরের গায়ে পদাঘাত করে তাওহীদকে বাস্তব জীবনে মেনে নেয়ার আহ্বান জানালেন এমনকি স্বয়ং ফেরাউনকেও আল্লাহর দাসত্ব করার দাওয়াত পৌছালেন-তখন ফেরাউনের সিংহাসন নবী মূসা (আ)-র কালেমার ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। তাওহীদের আওয়াযে তার তাগুতি প্রশাসনের খুঁটি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়ে গেল। ফলে আল্লাহর দীনকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে ফেরাউনও মরিয়া হয়ে উঠেছিল নাবী মূসা (আঃ)-কে হত্যার জন্য।

শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। মক্কার কাফির নেতৃবৃন্দ প্রথমে ভেবেছিল মুহাম্মদ (সা) বুঝি বৈরাগ্যবাদ, সন্নাসী বা এ ধরনের কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব যা পালন করার কথা তিনি বলে থাকেন। তাই তারা মুহাম্মদ (সা)-এর গোপন তাবলীগী তৎপরতা সম্পর্কে খবর পাওয়া সত্ত্বেও তেমন গুরুত্বের চোখে দেখেনি। কিন্তু তিন বছর গোপন তাবলীগের মাধ্যমে যখন ঈমানদারদের একটি দল তৈরি হয়ে গেল আর আল্লাহর পক্ষ থেকেও শিরকের

ক্ষতিকর দিক তুলে ধরার এবং বাতিল শক্তির সাথে সংঘাতের নির্দেশ এসে গেল তখন নবী মুহাম্মদ (সা) সমাজের প্রচলিত শিরকের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রমাণ উপস্থান করে তা পরিত্যাগ করার এবং জনসাধারণ ও নেতৃস্থানীয় সকল ব্যক্তিকে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে এক আল্লাহর গোলামী করার আহ্বান জানাতে লাগলেন। আর তখনই মক্কার কাফির নেতৃবর্গ নবীর বিরুদ্ধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। তাদের মাথায় যেন পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল । নবী (সা) এর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণায় তারা সহজেই এটা বুঝে ফেলল যে, "লা ইলালা ইল্লাল্লাহ" পড়ার অর্থই হল মানুষের ওপর মানুষের কর্তৃত্ব থাকবে না, সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত সকলকেই এক আল্লাহর হুকুমে পরিচালিত হতে হবে। তাই তাওহীদের বিপ্লবী দাওয়াতকে সমূলে উপড়ে ফেলার জন্য আবু জেহেল, আবু লাহাবরা উঠে পড়ে লাগল। আল্লাহর রাসূল (সা) ও মুমিন-দাঈ-মুবাল্লিগদের হত্যার জন্য তাদের ঘুম হারাম হয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহ তাদের ইচ্ছা পূরণ হতে দেননি। যেমন দেননি মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে ফেরাউনের এবং ইবরাহীমের (আ) বিরুদ্ধে নমরুদের অভিযানকে। আর এমনিভাবেই প্রত্যেক যুগের যেসব দাঈ ও মুবাল্লিগগণ সমাজ জীবনে গাইরুল্লাহর আনুগত্য ও প্রভূত্বের বিরুদ্ধাচারণ এবং শিরকের মুখোশ উম্মোচন করে যাবেন আল্লাহ পাকও তাদেরকে সাহায্য করে যাবেন।

দা'ওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্য

১) খলিফা হিসেবে নিজ দায়িত্ব পালন করা।

আল্লাহ পাকের খলিফা হিসেবে প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য এই যে, তারা নিজেরা যেমন আল্লাহর দাসত্ব করবে তেমনি অন্যান্য দেরকেও আল্লাহর হুকুম মেনে চলার জন্য আল্লাহর রাহের দাওয়াত পৌছাবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সর্ম্পকে জিজ্ঞাসিত হবে।'

অতএব বলা যায়,দাওয়াত ও তাবলীগ করার মাধ্যমে একজন দায়ী বা মুবাল্লিগ কেবল নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যই পালন করছেন। তিনি এর দ্বারা কারোর প্রতি দয়া করছেন না। খোদ তাবলীগের প্রতিও নয় এবং যারা দাওয়াতের মাধ্যমে হেদায়াত প্রাপ্ত হচ্ছেন তাদের প্রতিও নয়।

২) মানুষকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোকে নিয়ে আসা।

﴿ الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴾

"আলিফ-লাম-রা; (হে নবী!) এটি একটি কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি- যাতে আপনি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসেন-পরাক্রান্ত প্রশংসার যোগ্য পালন কর্তার নির্দেশে তারই পথের দিকে"। (সূরাঃ ইব্রাহিম-১)

﴿ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓءُ هُمُ الطَّاغُوْتُ ..... ﴾

"আল্লাহ হচ্ছেন তাদের বন্ধু যারা ঈমান এনেছে। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। অপরদিকে যারা কুফরী করে, তাদের বন্ধু হল শয়তান। সে তাদেরকে আলোক থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়।"

(সূরাঃ আল বাকারা-২৫৭)

অতএব পথহারা মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য দীনী দাওয়াতী প্রচেষ্টার গুরুত্ব পরিহার্য।

৩) আকীদা ও আমলসমূহ বিশুদ্ধ করা।

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের। আর এরূপ না করে তোমাদের আমলগুলো বরবাদ করো না।" (সূরাঃ মুহাম্মদ-৩৩)

ব্যক্তির আমল কবুল হওয়ার জন্য যেমন আক্বিদা বিশ্বাসের পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য তেমনি অপরিহার্য আমল সমূহ রাসূলের সুন্নতে মোতাবেক সম্পন্ন হওয়া। তাই দাওয়াত ও তাবলীগের একটি বৃহৎ উদ্দেশ্য এই যে, এর মাধ্যমে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে মানুষের আকীদা ও আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করা হবে।

৪) সকল প্রকার তাগুতকে বর্জন করে চলা।

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ﴾

"আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট এজন্যই রাসূল প্রেরণ করেছি যাতে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা হয় এবং যাবতীয় তাগুতকে অস্বীকার করা হয়।" (সূরা আন-নাহাল-৩৬)

৫) হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা।

﴿ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾

"এই কুরআন সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ এবং হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী।" (সূরাঃ আল বাকারা-১৮৫)

হক ও বাতিলের মাঝে যেখানে সংমিশ্রণ ঘটেছে কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে তা পার্থক্য করে সত্য কে সত্য হিসেবে এবং মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে চিহ্নিত করা তাবলীগের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৬) জাহান্নামের পথ থেকে জান্নাতের পথে নিয়ে আসা।

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজ পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুণ হতে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর"।

(সূরা ঃ তাওবা-৬)

৭) মানুষের অন্তরে আল্লাহ ও কিয়ামত সম্পর্কে ভয় সৃষ্টি করা।

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَجَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো এবং ভয় কর এমনি এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও

পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে।"
(সূরাঃ লুকমান-৩৩)

৮) ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম পূর্ণরূপে নির্ভয়ে মেনে চলার জন্য প্রয়োজন কুরআন শাসিত সমাজ ব্যবস্থা। এরূপ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং ইসলামের দুশমনদের ষড়যন্ত্রের কবল থেকে দীন ও ঈমান রক্ষার জন্য জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা দা'ওয়াত ও তাবলীগের বৃহৎ উদ্দেশ্য। মুবাল্লিবগণ তাবলীগের মাধ্যমে প্রতিটি মুসলমানের কাছে খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের গুরুত্ব তুলে ধরবেন এবং প্রয়োজন মূহূর্তে সকল মুমিনকে জিহাদের অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাবেন। আল্লাহ বলেন-

﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ﴾

"হে নবী! তুমি মুমিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর"। (সূরা-আনফাল)

৯. আল্লাহর নিকট ওযর পেশ করা।

দাওয়াত ও তাবলীগের আমানত সাধ্যমত আদায় করার মাধ্যমে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর নিকট ওযর পেশ করা এবং কৈফিয়ত প্রদান থেকে রক্ষা পাওয়াও উদ্দেশ্য। যেমন বণী ইসরাঈল জাতির একদল শনি বারের মাছ ধরার অমান্য করলে অন্য দল যখন তাদেরকে সীমা লঙ্ঘন করতে বারণ করল এবং ভয় দেখালো তখন আরেক দল বলেছিল তোমরা কেন তাদেরকে অযথা ভয় দেখাচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দেবেন। তখন (মুমিনদল) জবাবে বলেছিল যে- مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ "রবের নিকট ওযর পেশ করার জন্য এবং তারা যেন সর্তক হয়।" (আরাফ ১৬৩-১৬৪)

জিহাদ আগে, না তাবলীগ আগে ?

"প্রশ্নটি যদিও মূর্খতা প্রসূত, তথাপিও আজকাল অনেক বিজ্ঞ লোকের মুখে এটি শোনা যাচ্ছে। একথা চিরন্তন যে, তাবলীগ ব্যতীত দুনিয়ার বুকে কোন উদ্দেশ্যই সফলতা লাভ করতে পারেনি।

তাবলীগের মাধ্যমে জিহাদের দাওয়াত না পৌঁছার দরুন শয়তান খুব অনায়াসেই তার কুমন্ত্রনার মিশন চালিয়ে এবং নফ্স তার রকমারি ধোঁকার জাল

বিস্তার করে মানুষকে জিহাদের ন্যায় মহৎ কাজ হতে বিরত রাখার চেষ্টা করে থাকে। কাজেই জিহাদের পূর্বে অতীব গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে জিহাদের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া চাই, যাতে মানুষের মাঝে এ মহৎ কাজের চেতনা ও উদ্দীপনা চিরজাগরুক হয়ে থাকে। আজকে বিশ্বের আনাচে-কানাচে বিভিন্ন জনপদে যে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তার পিছনে রয়েছে দাওয়াত ও তাবলীগের অবদান। সুতরাং এসব ফায়দাহীন উদ্ভট প্রশ্নে সময় নষ্ট করার মতো সময় এখন আর মুসলমানদের হাতে নেই। কারণ দুশমনদের অত্যাচার, জোর, জুলুম, আগ্রাসনের চতুর্মূখী আক্রমনে পিঠ আজ দেয়ালে ঠেকে গেছে।'

তাই এরূপ পেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবাদের সুন্নাত মোতাবেক দাওয়াত ও জিহাদ দুটোই একযোগে চলবে। (জিহাদ জান্নাতের পথ -পৃষ্ঠা ৪০)

জিহাদের পূর্ব মূহুর্তে দা'ওয়াত প্রসঙ্গ

১) রাসূলুল্লাহ (সা) ইলামের দাওয়াত না দিয়ে কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেননি। (বাইহাকী, আহমাদ, তাবারাণী-কাবীর, সিলসিলা সহীহা, হাদীসের সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহীহ)

২) ইবনে আওন হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাফে (রা) কে এই মর্মে পত্র লিখলাম যে, যুদ্ধের পূর্বে কাফিরদের দীনের দাওয়াত দিতে হবে কি না? তিনি বলেন, অতঃপর তিনি আমার প্রতি লিখলেন যে, এই নিয়ম ইসলামের প্রথম যুগে প্রযোজ্য ছিল। রাসূলূল্লাহ (স) বনূ মুসতালিকের উপর আক্রমন করেছিলেন এমতাবস্থায় যে, তারা জানতেই পারেনি (অর্থাৎ তারা গাফেল ছিল)। তারা তাদের পশুদের পানি পান করাচ্ছিল তখন তিনি তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করেছেন এবং অবশিষ্টদের বন্দী করেছেন। ... বর্ণনাকারী বলেন, এই হাদীস আমার নিকট আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা) বর্ণণা করেছেন। আর তিনি তখন সেই সেনাদলেই ছিলেন। (সহীহ মুসলিম)

৩) একদা হাসান বসরী (রা) কে জিজ্ঞেস করা হলো, কাফিরদের কি যুদ্ধের পূর্বে দাওয়াত দিতে হবে? তিনি উত্তরে বললেন-

قَدْ بَلَغَهُمُ الْإِسْلَامُ مُنْذُ بَعَثَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا (ص)

"আল্লাহ তাআলা যখন থেকে মুহাম্মদ (সা) কে প্রেরণ করেছেন তখন থেকেই তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছে গেছে (অর্থাৎ নতুন করে দা'ওয়াত দেওয়ার প্রয়োজন নেই)।" (এটি বর্ণিত হয়েছে-ইবনু আবী শায়বা (১২/৩৬৫), সাঈদ বিন মানসুর (৩/২/২০৬ ২৪৮৬), সিলসিলা সহীহা ২৬৪১)

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ) এর মতে- প্রথমক্ত হাদীসটি দ্বিতীয় হাদীসের বিপরীত নয়। কেননা তাতে এ বলা হয়নি যে তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াতই পৌছেনি। আর তা হতেই পারে কিভাবে যেখানে আরব পাড়ি দিয়ে রোম পারেস্যে ইসলামে প্রচার লাভ করেছে! সমকালীণ কতিপয় লিখক এ হাদীসের কারনে বোকামী বশতঃ এ বিষয়টিকেই অস্বীকার করে থাকেন।

দা'ওয়াতের পূর্বে দাঈর লক্ষণীয় বিষয়

(১) দাওয়াতের পূর্বে সর্বপ্রথম দাঈকে তার নিয়াত বিশুদ্ধ করে নিতে হবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ "প্রত্যেক কাজের প্রতিদান তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" (সহীহ বুখারী)

(২) যে বিষয়ে দা'ওয়াত দেয়া হবে সে বিষয়ে মৌলিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা অবশ্যই অর্জন করে নেয়া। অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস ও পূর্ণ আস্থা নিয়েই অন্যকে দা'ওয়াত দিতে হবে, অস্পষ্ট ধারণার বশবর্তী হয়ে নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন–

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ -

"(হে নবী)! বল, ইহাই আমার পথ। আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করি সজ্ঞানে, আমি এবং আমার অনুসারীগণও"। (সূরাঃ ইউসুফ-১০৮)

(৩) মানুষিক প্রস্তুতি গ্রহণ।

(৪) যে বিষয়ে দা'ওয়াত দেয়া হবে সে বিষয়ে নিজের আমল থাকা।

(৫) যে স্থানে দা'ওয়াত দেয়া হবে তা ঝুকিপূর্ণ না নিরাপদ তা পর্যবেক্ষণ করে নেয়া।

(৬) দা'ওয়াতী কাজের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা। কেননা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দা'ওয়াতী কাজ করলে লোকে ভাববে চাকরীর খাতিরে বা মজুরীর লোভে এ কাজ করা হচ্ছে। তাই তাবলীগের কাজ আল্লাহর ওয়াস্তেই করতে হয়। আল্লাহ্ বলেন–

﴿ قُلْ لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴾

"(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলে দিন, আমি এ কাজের জন্য তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই না, এটা তো সারা বিশ্বের জন্য একটি উপদেশ মাত্র।" (সূরাঃ আনআম-৯০)

﴿ يَٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِىٓ ﴾

"(হুদ বললো) হে আমার জাতি ! আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন মজুরী চাইনা, আমার মজুরী তো তাঁরই কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।"

(সূরা হুদ -৫১)

﴿ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾-

"অনুসরণ করো তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চায় না, অথচ তারা সুপথ প্রাপ্ত।" (সূরা ইয়াসীন-২১)

'অতএব এতে বোঝা যায় যে, দীনী দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হলে তা ফলপ্রসূ হয়না। বাস্তব অভিজ্ঞতাও সাক্ষ্য দেয় যে, যারা ওয়াজ নসিহত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে তাদের কথায় শ্রোতাদের অন্তরে কোন তাসীর করতে পারে না।' (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন)

(৭) যার কাছে দাওয়াত পৌছানো হবে সে কি তার আহবান শুনতে মানসিক ভাবে প্রস্তুত কিনা তা জেনে নেয়া। কারণ অসময়ে, কর্ম ব্যস্ততায় বা দাওয়াত দেয়ার পরিবেশ নয় এমন পরিস্থিতিতে দাওয়াত পৌছালে তা কার্যকর হয় না।

ইকরীমা থেকে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন অবস্থায় যেন না দেখি যে, তুমি কোন দলের কাছ দিয়ে যাচ্ছ তখন তারা নিজেদের কোন কাজে ব্যস্ত রয়েছে, আর এই অবস্থায় তুমি তাদেরকে নিজের ওয়াজ শুনানো আরম্ভ করে দিলে। বরং তোমার তখন চুপ থাকা উচিৎ। যখন তারা তোমাকে বলার সুযোগ দেবে তখন তুমি তাদের কাছে নিজের বক্তব্য পেশ করবে। তাহলে তারা আগ্রহ সহকারে তোমার কথা শুনবে। (সহীহ বুখারী)

দা'ওয়াতের সময় দাঈর লক্ষণীয় বিষয়

১. অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ের সাথে কথা বলা।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ দয়াশীল, প্রতিটি বিষয়ে নম্র ব্যবহার তিনি পছন্দ করেন, নম্রতা অবলম্বনের ফলে তিনি যা দান করেন কঠোরতার কারণে তা দেন না।" (সহীহ মুসলিম)

২. যে জাতি বা সমাজের প্রতি আহবান করা হবে তাদের ভাষাতেই তা করতে হবে। এমনটি যেন না হয় যে, শ্রোতা বাংলাভাষী অথচ দাওয়াত দেয়া হচ্ছে আরবী বা ইংরেজী ভাষায়। আল্লাহ বলেন–

﴿وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾

"আমি যখনই কোন রাসূল প্রেরণ করেছি- সে নিজ জাতির জনগণের ভাষায়ই পয়গাম পৌছিয়েছে যেন সে তাদের পরিষ্কার ভাবে বুঝাতে পারে।" (সূরাঃ ইব্রাহিম-৪)

৩. কোন গোজামিল না রেখে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা এবং প্রয়োজন বোধে উদাহরনের মাধ্যমে তথা বিভিন্ন কায়দায় বুঝানোর চেষ্টা করা।

৪. বক্তব্য সংক্ষেপ করা এবং শ্রোতা বিরক্ত হচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা। রাসূল (সাঃ) বলেন "নামায দীর্ঘ কর এবং বক্তৃতা সংক্ষেপ কর" (সহীহ মুসলিম)।

عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِىْ كُلِّ خَمِيْسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَااَبَا عَبْدِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدْتُ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ، قَالَ: اَمَا اِنَّهُ يَمْنَعُنِىْ مِنْ ذَالِكَ اَنِّىْ اُكْرِهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ، وَاِنِّىْ اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا .

তাবেঈ শাকীক বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের ওয়াজ নসীহত করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আবু আব্দুর রহমান! আমার আকাংখা ছিল, আপনি যদি প্রতি দিন আমাদের জন্য ওয়াজ নসীহত করতেন। তিনি উত্তরে বললেন, এরূপ করা থেকে আমাকে এ কথাই বাধা দেয় যে, আমি তোমাদের মাঝে বিরক্তি সৃষ্টি করা পছন্দ করিনা, তাই আমি

বিরতি দিয়েই তোমাদের সামনে ওয়াজ করে থাকি। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের বিরক্তির ভয়ে মাঝে মধ্যে আমাদের ওয়াজ-নসীহত করতেন।

(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاس قَالَ حَدث النَّاس كُلَّ جُمعَة مـرة فَاِنْ اَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَاِنْ اَكْثَرتَ فَثَلَاثَ وَلَا تمل النَّاسَ هَذَا الْقُرْاٰن .

ইকরীমা বর্ণনা করে যে, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, সপ্তাহে মাত্র একদিন লোকদের জন্য ওয়াজ নসীহত কর। এতে যদি রাজী না হও তাহলে (সপ্তাহে) দুই দিন, এতেও যদি সন্তুষ্ট না হও তাহলে (সপ্তাহে) তিনদিন। মোট কথা কুরআনকে মানুষের কাছে বিরক্তিকর করে তুল না। (সহীহ বুখারী)

৫. সহজ সরল ভাষায় কথা বলা । মূর্খ বা অল্প শিক্ষিত লোকের কাছে যেমন উচ্চাংগের কথা বলা বা কঠিন শব্দ ব্যবহার করা বোকামী তেমনি উচ্চ শিক্ষিতের সামনে সাদামাটা বা যেন দাওয়াতদাতার ভেতর ইলমই নেই এমনভাবে কথা বলাটাও বোকামী।

৬. আবেগ ও উদ্দীপনার সাথে হাসি মুখে আহ্বান করা।

৭. শ্রোতা অপমান বোধ বা খারাপ ধারণা পোষন করবে এমন কথা না বলা।

দা'ওয়াতের পরে দাঈর লক্ষণীয় বিষয়

যাকে দা'ওয়াত দেয়া হয়েছে তার পরবর্তী অবস্থার প্রতি নজর না রেখে বা খোঁজ না নিয়ে শুধু দাওয়াত দিয়ে চলে আসা একজন সচেতন দাঈর কাজ নয়। তাই একজন দাঈর কাজ হবে, সে যে অমুসলিমকে দা'ওয়াত দিয়েছে সে ইসলামের প্রতি দূর্বল হয়ে পরেছে কিনা তার খোঁজ নেয়া। যদি দূর্বল হয়ে থাকে তাহলে তাকে আবারও ভাল করে দাওয়াত দিতে হবে এবং পুরোপুরিভাবে যেন ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পরে সে পন্থা অবলম্বন করতে হবে। আর যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে তার আমল গঠনের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পাশাপাশি কোন মুসলমান ভাইকে আমল সংশোধনের জন্য দীনী বিধান অবহিত করা হলে পরবর্তীতে সে সংশোধন হয়েছে কিনা তার খোঁজ নিতে হবে। তবেই দা'ওয়াত ও তাবলীগ সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে।

আল্লাহর পথে আহবানের ফজিলত

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ﴾

* কথার দিক দিয়ে ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কে, যে আল্লাহ দীনের দিকে মানুষকে আহ্বান করে, নেক আমল করে এবং বলে যে, আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরাঃ হা-মিম আস-সাজদা-৩৩)

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْرَوْحَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

* রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন- "আল্লাহর পথে একটি সকাল বা সন্ধ্যা (ব্যয় করা) দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম"।

(সহী বুখারী ও মুসলিম- অধ্যায়ঃ জিহাদ)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا

* আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি হিদায়েতের পথে ডাকবে সে তার অনুসারীর সমপরিমাণ সওয়াব পাবে তবে অনুসারীর সওয়াব থেকে মোটেও কমানো হবে না। (সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমীযী, ইমাম তিরমীযী এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন, দারেমী, ইবনে মাজাহ, আহমদ, সিলসিলাহ সহিহা)

﴿وَاللّٰهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ﴾

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন-আল্লাহর শপথ! যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা একজন লোককে হিদায়াত দান করেন তবে তোমার জন্য সেটা একটি (উন্নতমানের) লাল উট কুরবাণী করার চেয়েও উত্তম।

(সহীহ বুখারী, মুসলিম, সহীহ আবী দাউদ- আলবানী)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَاً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى لَهُ مِنْ سَامِعٍ ـ

* আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তালা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন হাদীস শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে, সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌঁছিয়েছে। কেননা অনেক সময় যাকে পৌঁছানো হয়, সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষণাবেক্ষণকারী বা জ্ঞানী হয়ে থাকে। (তিরমিযী, একটু ভিন্ন শব্দে-ইবনে মাজাহ, আহমদ , আবু দাউদ, ইমাম তিরমীযী এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন)

তাবলীগ না করার পরিণতি

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ﴾

"আমি যে সুস্পষ্ট বিধান নাযিল করেছি, জনগণের জন্য হিদায়েতের যে বাণী প্রেরণ করেছি এবং আমি যার ব্যাখ্যাও কিতাবের মধ্যে করে দিয়েছি, তারপর যারা তা গোপন করে রাখবে (প্রচার করবে না) তাদের উপর আল্লাহ এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীর অভিশাপ রয়েছে। (সূরাঃ আল বাকারা-১৫৯)

﴿ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ ﴾

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- "দ্বীন সম্পর্কিত কোন বিষয়ে কাউকে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় এবং সে তা (জানা সত্ত্বেও) গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে।" (মুসনাদে আহমাদ, হাকিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আলবানী এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন)

আল্লাহর পথ ব্যতীত অন্য পথে ডাকার পরিণতি

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾

নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু অতএব তোমরা তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ কর। কেননা সে তার দলবলকে (ভ্রান্ত পথে) আহ্বান করে, যেন তারা জাহান্নামী হয়ে যায়। (সূরা আল ফাতির-৬)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন –

﴿مَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَىٰ جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ﴾

"যে ব্যক্তি মানুষকে (আল্লাহর পথ ব্যতীত) জাহেলিয়্যাতের দিকে (তথা মানুষের তৈরি করা পথের দিকে) আহ্বান জানায় সে জাহান্নামী। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)– যদি সে নামায পড়ে এবং রোযা রাখে তবুও? রাসূল (সাঃ) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, যদি সে নামায পড়ে, রোযা রাখে এমনকি নিজকে সে একজন মুসলমান মনে করে তবুও সে জাহান্নামী।"

(মুসনাদে আহমদ,)

﴿وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا﴾

যে ব্যক্তি বিপথের দিকে ডাকে সে তার অনুসারীদের পাপের সমপরিমাণ পাপের ভাগী হবে, তবে তাদের পাপ থেকে মোটেও কমানো হবে না।(আবু দাউদ, তিরমিযী, দারেমী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সিলসিলা সহীহা, আহমদ, ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন)

যে ভ্রান্ত পথের আহ্বানে সাড়া দেয় তার পরিণতি

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ﴾

'যখন সব কাজের ফয়লা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে (ভ্রান্ত পথে) আহবান করেছি। অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। এতএব তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করো না এবং নিজেদেরকেই ভৎর্ষনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও।' (সূরা ইবরাহীম-২২)

যারা দ্বীনের দাওয়াতে সাড়া দেয় তাদের পুরুস্কার

﴿يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

"(জিনেরা বলল) হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।" (সূরাঃ আহক্বাফ-৩১)

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যে যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং আদেশ মেনে নিলাম। আর তারাইতো সফল কাম।"
(সূরাঃ আন-নূর-৫১)

যারা দ্বীনের দাওয়াতে সাড়া দেয় না তাদের পরিণতি

﴿ وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖ أَوْلِيَاءُ أُوْلٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেয় না সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরণের লোকেরাই প্রকাশ্য পথভ্রষ্ঠতায় লিপ্ত।"
(সূরাঃ আহকাফ-৩২)

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيَاتِ رَبِّهٖ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴾

"যে ব্যক্তিকে তাঁর পালনকর্তার আয়াত সমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।" (সূরাঃ সাজদা-২২)

﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾

"এবং বলো, হক্ব তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকেই আসে, অতএব তোমাদের যার ইচ্ছে তাতে বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছে অস্বীকার করুক, আমি অত্যাচারীদের জন্য আগুন তৈরি করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদের প্ররিবেষ্টীত করতে থাকবে।" (সূরাঃ বনী ইসরাঈল-২৯)

﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظٰى. نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى. تَدْعُوْا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ﴾

কখনোই নয়, নিশ্চয় এটা লেলিহান শিখা যা চামড়া তুলে দিবে। সে তো সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল এবং (তা জানিয়ে দেওয়ার পরও) বিমূখ হয়েছিল। (সূরা মাআরিজ ঃ১৫-১৭)

اِلاَّ بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا -

আল্লাহর বাণী পৌছানো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। (সূরা জিন - ২৩)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ وَلاَ تَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُوْنَ -

হে মুমিনগন ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমরা তাঁর অনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না। তোমরা তাঁর কথা শুন আর ঐসব লোকের মত হয়ো না, যারা বলে আমরা আপনার কথা শুনেছি বস্তুত তারা কিছুই শুনেনি। (সূরা আল আনফাল ২০-২১)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْا اِذًا اَبَدًا -

তার চেয়ে অধিক জালিম কে, যাকে তার রবের বাণী দ্বারা বোঝানো হয়, অতপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পূর্ববর্তী কৃতকর্ম সমূহ ভুলে যায়? (তাইতো) আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যেন না বুঝে, এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতার বোঝা। যদি আপনি তাদেরকে সৎপথের প্রতি দাওয়াত দেন তবে কখনোই তারা সৎপথে আসবে না। (সূরা কাহাফ-৫৭)

দীন ইসলামের দাওয়াতকে যারা অবজ্ঞা করে তারা শুধু শাস্তি যোগ্যই নয় বরং তারা এ বিষয়েও অসহায় ও হতাশাগ্রস্থ যে, দীন ইসলামের দাওয়াতের অগ্রগতি ও সাফল্যের পথে অন্তরায় হয়ে তারা টিকে থাকতে পারবে না। আল্লাহ তাদের কথা বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে,

وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ـ

"তারা বলে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা আল্লাহকে পৃথিবিতে পরাস্ত করতে পারবো না এবং পলায়ন করেও তাকে অপারগ করতে পারবো না।" (সূরাঃ জীন-১২)

দীনের দা'ওয়াত হক প্রত্যাশীদের হারানো ধন

মানুষ ও জীনদের মাঝে অনেকে এমনও রয়েছে যাদের অন্তর সত্যের জন্য সদা উদগ্রীব। সত্যের সন্ধান তাদের কাছে এক অমূল্য হারানো ধন তুল্য। তাইতো দীন ইসলামের তাওহীদের বাণী যখন তাদের নিকট পৌছে যায় তখন তারা আর নিজেদেরকে মিথার জালে আটকে রাখতে সক্ষম হয় না। বরং তারা মহা সত্যের পথযাত্রী হতে ব্যকুল হয়ে উঠে। কুরআনুল কারীমে এদেরই অবস্থা ও অনুভূতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِى لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا

"(তারা বলে) হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা এক আহ্বানকারীর ডাক শুনেছি তিনি ঈমানের দাওয়াত দিচ্ছেন যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ওপর ঈমান আন। অতএব আমরা ঈমান এনেছি।"

(সূরা আল-ইমরান-১৯৩)

وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ ـ

"রাসুলের প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, যখন তা শুনতে পায়, তখন তোমরা দেখতে পাও যে, সত্যকে (হককে) চিনতে পারার আবেগে তাদের চোখ

অশ্রুসজল হয়ে যায়। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব আমাদেরকেও হক প্রকাশকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন।"

(সূরা আল-মায়েদা-৮৩)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেভাবে তাবলীগ করেছেন

রাসূলে করীম (সাঃ) তাঁর নবুওয়াতের প্রথম তেরটি বছর শুধু দ্বীনের তাবলীগ করেই কাটিয়ে ছিলেন এমনকি তাবলীগ ও তালীমকে তাঁর নবুওয়তের প্রধান দায়িত্ব স্থির করে নিয়েছিলেন। দ্বীনের প্রচার কাজ করতে গিয়ে তাকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল শত বাধা, জুলুম, নির্যাতন, ঠাট্টা,বিদ্রূপ আর বহুবিধ হুমকির। পাগল, কবি, জাদুকর এসব অপবাদও তাকে সইতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্বীন প্রচারের মহান কাজ থেকে কেউ তাঁকে বিরত রাখতে পারেনি। তিনি অবলীলায় তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে কারো ভয়েই বিচলিত হননি। মক্কার জিন্দেগী পাড়ি দিয়ে যখন মদীনায় আসলেন তখনও জিহাদের পাশাপাশি তাবলীগের কাজ জারি রেখেছেন। রাষ্ট্র পরিচালনার মত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি তাবলীগের কাজ করতে ত্রুটি করেননি। রাসূলের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি বিভিন্ন ভাবে তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। যেমন-

☆ দীন প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে প্রতিকুল থাকায় নবী করীম (সাঃ) তিন বছর গোপনে দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দেন। এতে নিজ পরিবার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুদের মধ্য হতে বাছাই করা কিছু লোকের নিকট দাওয়াত পেশ করেন। দাওয়াতের ফলে যারা ইসলাম কবুল করেন তাদেরকেও গোপনে দীন প্রচারের অনুমতি প্রদান করেন।

*** প্রসঙ্গ ঘটনা–**

গোপনীয় দা'ওয়াতের প্রথম দিকে যারা ইসলাম কবুল করেন তারা "সাবেকীনে আওয়ালীন" নামে পরিচিত। এদের মধ্যে শীর্ষ তালিকায় রয়েছেন- রাসূলুল্লাহর সহধর্মিনী উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা (রা), তাঁর মুক্ত ক্রীতদাস যায়েদ বিন সাবিত, চাচাতো ভাই আলী বিন আবু তালেব, এবং আবু বকর সিদ্দিক (রা)। ইসলাম কবুলের পর আবু বকর সিদ্দিক (রা) ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং

তার দা'ওয়াতে হযরত ওসমান (রা), যোবায়ের (রা), তালহা (রা), আবদুর রহমান বিন আওফ (রা), সাদ বিন আবী ওক্কাস (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। এমনিভাবে, বেলাল (রা), আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ এবং অন্যান্যরাও একে একে ইসলাম কবুল করতে থাকেন। ইবনে হিসাম বলেন, এদের সংখ্যা ছিল চল্লিশের কিছু বেশি।

☆ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে দীন প্রচারের অনুমতি পাওয়ার পর নবী (সাঃ) প্রথম পদক্ষেপে নিজ আত্মীয়দের সমবেত করেন এবং তাদের প্রতি প্রকাশ্যে দাওয়াত পেশ করেন।

*** প্রসঙ্গ ঘটনা–**

আত্মীয়দেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াতের উক্ত মজলিসে সমবেত ছিল বনু হাসেম এবং বনু মোত্তালেব ইবনে আবদে মান্নাফের একটি দল। তারা সংখ্যায় ছিল পয়তাল্লিশ জন। সেখানে আবু লাহাবও ছিল। আবু লাহাবের বিরুপ মন্তব্যের কারণে নবী (সাঃ) সেখানে কিছুই বলেননি। পরবর্তীতে পুনরায় নবী (সা) তাদেরকে সমবেত করেন এবং তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন। সেই মজলিসে নবী (সা) চাচা আবু তালেবের কাছ থেকে দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে সহায়তা লাভেরও আশ্বাস পান।

☆ প্রকাশ্য তাবলীগের দ্বিতীয় পদক্ষেপে নবী (সাঃ) একদিন (আরবের প্রচলিত প্রথানুসারে) সাফা পাহাড়ের ওপর উঠে "ইয়া সাবাহ,ইয়া সাবাহ" অর্থাৎ 'হায় সকাল,হায় সকাল' বলে আওয়ায দিয়ে কুরাইশ গোত্রদের সমবেত করেন এবং তাদের নিকট তাওহীদ, রিসালাত ও কিয়ামতের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত পেশ করেন।

*** প্রসঙ্গ ঘটনা–**

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে-"হে নবী, তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন কর" পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাযিল হবার পর নবী করীম (সাঃ) সাফা পাহাড়ে আরোহন করে আওয়ায দিলেন, হে বনি ফিহর, হে বনি আদী, এই আওয়ায শোনার পর কুরাইশদের সকল নেতৃস্থানীয় লোক একত্রিত হলো। যিনি যেতে পারেননি তিনি একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন কি ব্যাপার তা জানার জন্য। কুরায়েশরা এসে উপস্থিত হল, আবু লাহাবও তাদের সঙ্গে ছিল। এরপর তিনি (সাঃ) বললেন, তোমরা বলো, আমি যদি তোমাদের বলি যে, পাহাড়ের ওদিকের প্রান্তরে একদল ঘোড় সওয়ার তোমাদের ওপর হামলা করার জন্য আত্মগোপন করে আছে, তোমরা কি সে কথা বিশ্বাস করবে? সবাই বললো, হ্যাঁ বিশ্বাস করবো, কারণ আমরা আপনাকে

কখনো মিথ্যা বলতে শুনেনি। নবী (সাঃ) বললেন, তাহলে শুন, আমি তোমাদের এক ভয়াবহ আযাবের ব্যাপারে সাবধান করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। আবু লাহাব বলল, তুমি ধ্বংস হও। একথা বলার জন্যই কি আমাদেরকে এখানে ডেকেছ? আবু লাহাবের একথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ সূরা লাহাব নাযিল করে তাতে বলেন, আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।

☆ পরবর্তী পদক্ষেপে নবী করীম (সাঃ) প্রকাশ্যে যাবতীয় শিরকের বিরুদ্ধে জোড়ালো যুক্তি প্রমাণ সহকারে বক্তব্য প্রদান করেন। ফলে মক্কার অধিবাসীরা ক্রোধে দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং নবীর (সাঃ) বিরুদ্ধে কোমড় বেঁধে উঠে দাঁড়ায়।

* প্রসঙ্গ ঘটনা–

ক) সহীহ মুসালম শরীফে বর্ণিত হয়েছে-" নিকটাত্মীয়দের আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করো" এই আয়াত নাযিলের পর নবী (সাঃ) আওয়ায দিলেন। সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে। তিনি (সাঃ) বললেন, হে কুরায়েশ দল, তোমরা নিজেদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। হে বনি কা'ব, নিজেদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। হে মোহাম্মদের মেয়ে ফাতেমা, নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষার ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি। যেহেতু তোমাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা রয়েছে, সেহেতু এই বিষয়ে আমি তোমাদেরকে যথাসম্ভব সজাগ করবো।

খ) উক্ত বক্তব্যে নবী (সাঃ) পৌত্তলিকতার নোংড়ামী, অকল্যাণসমূহ, মূল্যহীনতা ও মূর্তিগুলো যে শক্তিহীন, নিরর্থক তা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে থাকেন। তিনি প্রকাশ্যে মিথ্যার স্বরূপ উন্মোচন করেন এবং বলেন যারা এসব মূর্তিপূজা করে এবং এগুলোকে ওসিলা বানায় তারা পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

☆ প্রকাশ্যে তাবলীগ করার কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হজ্জের মৌসুম সমাগত হলে রাসূলের কাছে দীন প্রচারের এক সুবর্ণ সুযোগ এসে যায়। কেননা সে সময়ে আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মক্কায় লোকজন জমায়েত হবে আর সেই সুযোগে দীনের দা'ওয়াত সহজেই সমগ্র আরব জাহানে ছড়িয়ে পড়বে। এই পেক্ষাপটে মুশরিকরাও রাসূলের দা'ওয়াত ও তাবলীগকে ব্যর্থ করার জন্য নানারূপ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূল (সাঃ) দীনের দা'ওয়াত পৌছিয়ে দেন। ফলে আরব জাহানের বিভিন্ন গোত্রপ্রধান, প্রতিনিধি, ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত ছড়িয়ে পড়ে।

* প্রসঙ্গ ঘটনা-

হাজ্জ মৌসুমের সুযোগকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য কয়েকজন পৌত্তলিক হজ্জ যাত্রীদের আগমনের বিভিন্ন পথে অবস্থান নিয়ে রাসূলুল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা গুজব রটায়। বিশেষ করে আবু লাহাব এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে- হজ্জের সময় সে হজ্জ যাত্রীদের ডেরায়, ওকায, মাজনা এবং মাআযের বাজারে রাসূলুল্লাহর পেছনে লেগে থাকে। নবী (সাঃ) দীনের তাবলীগ করছিলেন, আর আবু লাহাব পেছনে থেকে বলছিল, তোমরা ওর কথা শুনবে না; সে হচ্ছে মিথ্যাবাদী এবং বেদ্বীন।

☆ কোথাও কোন সফরে রওয়ানা হলে, যাওয়ার পথে এবং প্রত্যাবর্তনকালেও পথে পথে যেসব লোকের সাক্ষাত মিলতো তাদের নিকট দীনের দাওয়াত প্রদান করেছেন।

* প্রসঙ্গ ঘটনা

নবুওতের দশম বর্ষে নবী করীম (সাঃ) মক্কা থেকে ষাট মাইল দূরে অবস্থিত তায়েফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। রাসূলের সঙ্গে তার মুক্ত ক্রীতদাস যায়েদ বিন হারেসা ছিলেন। তায়েফে যাওয়া এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পথ একশত বিশ মাইল দূরত্ব নবী (সাঃ) পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছিলেন। তায়েফে যাওয়ার পথে পথে তিনি ইসলামের দা'ওয়াত দিয়েছেন কিন্তু কেউ তার দাওয়াত গ্রহণ করেনি।

☆ কখনো কোন অঞ্চলে অবস্থান করলে সেখানকার নেতৃস্থায়ীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাত এবং তাদের কাছে দীনের দা'ওয়াত পেশ।

* প্রসঙ্গ ঘটনা

নবী করীম (সাঃ) তায়েফে দশদিন অবস্থান কালে তায়েফের নেতৃস্থানীয় লোক অর্থাৎ গোত্রীয় সর্দারদের নিকট গমন করেন এবং প্রত্যেককে দ্বীনের দাওয়াত দেন। কিন্তু কেউ দ্বীনের দাওয়াত কবুল করেনি বরং তারা নবী (সাঃ) কে শহর থেকে বেরিয়ে যেতে বলে এবং দুর্বৃত্ত ও উশৃঙ্খল বালকদেরকে রাসূলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। বালকরা চারদিক থেকে ঢিল ছুড়তে লাগলে নবীর দু'পা রক্তাক্ত হয়ে যায়।

☆ পরিস্থিতি নাজুকতার কারণে রাতের অন্ধকারে দাওয়াতী কাজ পরিচলনা।

* প্রসঙ্গ ঘটনা

মক্কার অধিবাসীদের ষড়যন্ত্র থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) কৌশলের আশ্রয় নিয়ে রাতের বেলায়ও বিভিন্ন গোত্রের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। যেমন এক রাতে নবী (সা) আবু বকর সিদ্দিক ও ওমর (রা)- কে সঙ্গে নিয়ে মক্কার বাইরে বের হন এবং সেই রাতে বনু যুহাল ও বনু শাইবান ইবনে সালাবা গোত্রের লোকদের বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে দাওয়াত প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাওয়াতে তারা সুনির্দিষ্ট সারা না দিলেও আশাব্যঞ্জক কথা বলেছি.লন।

☆ কোথাও কোন মাজলিস দেখতে পেলে সেখানে গিয়ে দীনের দাওয়াত প্রদান।

* প্রসঙ্গ ঘটনা

ক) একদা খাজরায গোত্রের ছয় জন যুবক পরস্পরে বসে আলাপ করছিল। তারা সকলেই ছিল মদীনার। নবী করীম (সা) মিনার পাহাড়ী এলাকা অতিক্রমের সময় তাদেরকে দেখতে পান । ফলে তাদের নিকটে গিয়ে পরিচয় জানতে চান। তারা পরিচয় দিলে নবী (সা) তাদের কাছে আল্লাহর রাহে দাওয়াত দিলেন। কুরআন পড়ে শুনালেন। যুবকরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, ইনিই কি সেই নবী, যার কথা ইহুদীরা বলে থাকে এবং হুমকি দেয়। অতঃপর মদীনার সেই ছয় জন যুবক ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার কাছ থেকে যে দীন আমরা গ্রহন করেছি মদীনায় গিয়ে লোকদেরকে আমরা সেই দীনের দিকে দাওয়াত দেব।

☆ বিভিন্ন গোত্র, প্রতিনিধিদল ও বক্তির নিকট ইসরামের দাওয়াত পেশ।

* প্রসঙ্গ ঘটনা

ক) বনু কিলাবকে ইসলামের দাওয়াত; ইবনে ইসহাক বলেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন হুমায়ন আমার নিকট বর্ণনা করেন, নবী (সাঃ) বনু কালব গোত্রের একটি শাখা বনু আব্দুল্লাহর তাঁবুতে উপস্থিত হন, তাদেরকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানান এবং নিজেকে তাদের সামনে (নবী হিসেবে) উপস্থাপন করেন। তিনি কথার প্রসঙ্গে বলেন ঃ হে বনু আব্দুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পূর্ব পুরুষের বড় সুন্দর নামকরণ করেছেন। কিন্তু এ গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাওয়াত কবুল করেনি।

এমনিভাবে বনু হানিফা, বনু সালিম, আবাস, নসর, বনু আমিরসহ বিভিন্ন গোত্রের নিকটেও নবী (সাঃ) দাওয়াত প্রদান করেছেন।

(খ) তোফায়েল বিন আমর দাওসী ঃ ইনি ছিলেন একজন গোত্রীয় সর্দার, বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এবং খ্যাতনামা কবি। লোকটি নবুওয়তের একাদশ বর্ষে মক্কায় এলে মক্কার বিশিষ্ট লোকেরা তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং নবী করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা বলে। কিন্তু ঘটনাক্রমে লোকটি একদিন রাসূলুল্লাহর পিছু নেয় এবং তাঁর সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে। অতঃপর বলে, আপনি সকলকে যে কথা বলেন, তা আমাকেও বলুন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, ফলে লোকটি ইসলাম কবুল করেন।

☆ স্থানীয় গোত্রপতি যারা ইসলাম কবুল করতেন তাদের দিয়ে নিজ গোত্র ও তার আশেপাশের লোকদের নিকট দীন প্রচার।

* প্রসঙ্গ ঘটনা–

ক) আবূ ইমাম বাহেলী (রা) বলেছেন, রসূলে করীম (সা) আমাকে আমার নিজ গোত্র ও এলাকার লোকদের প্রতি তাদেরকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দান ও তাদের কাছে ইসলামী শরীয়তের বিধান পেশ করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন।

(মুস্তাদরাকে হাকিম)

খ) হিজরতের প্রাক্কালে আবু যর গিফারী মক্কা নগরীতে রাসূলের নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী (সা) তাকে বললেন- আমাকে খেজুর দেশে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি মনে করি তা ইয়াস্‌রিব বা মদীনা ছাড়া অন্য কোন দেশ হবে না। এখন তুমি কি আমার পক্ষ থেকে তোমার নিজ গোত্র ও এলাকার মানুষগুলোকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কাজ করতে পার? আবু যর গিফারী (রা) সানন্দে এই দায়িত্ব কবুল করলেন এবং নিজ দেশে গিয়ে লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। তিনি রাসূলের (সা) নিকট থেকে ইসলামের যেসব কথা জানতে পেরেছিলেন, তা তাঁর গোত্র ও দেশের লোকদের নিকট প্রচার করলেন। ফলে বহু লোক ইসলাম কবুল করেন। (সহীহ মুসলিম)

☆ (ইসলামের প্রাথমিক যুগে) কোন অভিযান কালে বা যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে দাওয়াত প্রদান।

*প্রসঙ্গ ঘটনা

ক). সপ্তম হিজরীর জিলহজ্জ মাসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবু আওজার নেতৃত্বে পঞ্চাশজন সাহাবাকে ইসলামের দাওয়াতসহ প্রেরণ করেন। দাওয়াত দেয়ার পর তারা বলল, তোমরা যে জিনিসের দাওয়াত নিয়ে এসেছ তার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। অতঃপর উভয় পক্ষ প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যায়ে মুসলমানরা দু'জন শত্রু সৈন্যকে বন্দী করে নিয়ে আসে।

খ) অষ্টম হিজরীর জমাদিউস সানিতে মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের কারণ ছিল রোমের কায়সারের গভর্ণর কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রেরিত দূত হারেস বিন ওমায়েরকে হত্যা। অভিযান প্রেরণের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সৈন্য দলকে যেসব ওসিয়াত করেন তাতে এও ছিল যে, হারেস বিন ওমায়েরের হত্যা কাণ্ডের জায়গায় গিয়ে তারা যেন স্থানীয় লোকদেরকে দাওয়াত দেন। যদি তারা ইসলাম কবুল করে তবে তো ভাল, যদি ইসলাম কবুল না করে তবে আল্লাহর দরবারে সাহায্য চাইবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে।

☆ সাহাবাদেরকে দ্বীনী তালীমের মাধ্যমে তাবলীগ।

* প্রসঙ্গ ঘটনা

মারিক ইবনুল হুয়ায়রিজ (র) বলেন! আমরা কিছু সংখ্যক যুবক ও সমবয়স্ক লোক রাসূলে করীম (সা) এর দরবারে বিশ দিন ও রাত অবস্থান করার পর বাড়ি প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করলাম তখন রাসূল (সা) বললেন, তোমরা তোমাদের ঘরের লোকদের নিকট ফিরে যাও, তাদের সাথেই বসবাস করতে থাক, তাদেরকে (দ্বীন ইসলাম) শিক্ষা দাও এবং তা যথাযথ পালন করার আদেশ দাও । (সহীহ বুখারী)

☆ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের পর প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তাবলীগ।

* প্রসঙ্গ ঘটনা

ক) আবু মূসা আল আশআরী ও মুআয বিন জাবাল (রাঃ) ইয়েমেণের দুটি প্রদেশের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিযুক্ত গর্ভনর ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাদেরকে গভর্ণর হিসেবে ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন, তখন তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা (জনগণের) সাথে কোমল আচরন করবে, কঠিন ব্যবহার করবে না। (দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে) জনগণের মনে সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ সৃষ্টি করছেন। (সহীহ বুখারী)

(খ) অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুআয বিন জাবাল (রাঃ) কে ইয়েমেনের গভর্ণর হিসেবে প্রেরণের সময় বলেছিলেন ঃ নিশ্চয় তুমি এক কিতাবধারী সম্প্রদায়ের নিকটে যাচ্ছো। সুতরাং তুমি প্রথমে তাদেরকে কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ার দাওয়াত দিবে--।

(সহীহ বুখারীও মুসলিম)

☆ সর্বদা অহী অবতীর্ন বিধান মোতাবেক দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা।

* প্রসঙ্গ আয়াতে কারীমা-

"আমি (মুহাম্মাদ সঃ) তো আমার প্রতি যা অহী করা হয় তারই অনুসরন করি। বস্তুত আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই, তাহলে আমি কিয়ামতের কঠিন শাস্তির ভয় করি।

(সূরা ইউনূস-১৫)

"তিনি (মুহাম্মদ সঃ) নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কিছুই বলেন না, যা অহী অবতীর্ন হয় কেবল তাই বলেন।" (সূরা নাজম-২-৩)

☆ দাওয়াতী পত্র দিয়ে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধান যেমন– পারস্যের বাদশা খসরু পারভেজ, বাইজাইনটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস, মিশরের শাসনকর্তা মোকাওয়াস, দামেসকের বাদশা গাসসানি, হাবশার বাদশা আসহামা নাজ্জাশী, আম্মানের বাদশা যেফার প্রমুখের নিকট দূত প্রেরণ।

* দা'ওয়াতী পত্রসমূহের অনুবাদ নিম্নে তুলে ধরা হলো–

হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর নামে–

এইচঠি নবী মোহাম্মদের পক্ষ থেকে হাবশার বাদশাহ আসহামের নামে। যিনি হেদায়েতের অনুসরণ করবেন এবং আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন তার ওপর সালাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ পাক ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই। তাঁর স্ত্রী পুত্র কিছু নেই। আমি একথাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মোহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি আপনাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিচ্ছি, কেননা আমি আল্লাহর রাসূল। কাজেই ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। হে আহলে কিতাব, এমন একটি বিষয়ের প্রতি আসুন, যা আমাদের এবং আপনাদের মধ্যে সমান। আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করব না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করব না। যদি কেউ এ বিশ্বাস গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তবে তাকে বলুন যে, সাক্ষী থাকো, আমি মুসলমান। যদি আপনি এই দাওয়াত গ্রহণ না করেন তবে আপনার ওপর আপনার কওমের নাছারাদের সমুদয় পাপ বর্তাবে। (বায়হাকী)

মিশরের বাদশাহ মুকাওকিসের নামে–

পরম করুণাময় ও অতি দয়ালূ আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি।

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে মুকাওকিস আযম কিবতের নামে। তাঁর প্রতি সালাম যিনি হেদায়াতের আনুগত্য করেন।
আমি আপনাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ পাক আপনাকে দু'টি পুরস্কার দেবেন। আর যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন তবে কিবতের অধিবাসীদের পাপও আপনার ওপর বর্তাবে। হে কিবতিরা, 'এমন একটি বিষয়ের প্রতি এসো যা আমাদের এবং তোমাদের জন্য সমান। সেটি এই যে, আমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করব না এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না। আমাদের মধ্যে কেউ যেন আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভু হিসাবে না মানে।' যদি কেউ এই দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে তবে বলে দাও সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলমান। এই চিঠিনিয়ে যাওয়ার জন্য হাতিব বিন বালতাআকে মনোনীত করা হয়।

পারস্য সম্রাট খসরু পারভেযের নামে–

পরম করুণাময় ও অতি দয়ালূ আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি।
আল্লাহর রাসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্যের পারভেযের নামে।'
সালাম সেই ব্যক্তির প্রতি যিনি হেদায়াতের আনুগত্য করেন এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, মোহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আপনাকে আল্লাহ্ পাকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, কারণ আমি সকল মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত।

যারা বেঁচে আছে তাদেরকে পরিণাম সম্পর্কে ভয় দেখানো এবং কাফেরদের ওপর সত্য কথা প্রমাণিত করাই আমার কাজ। কাজেই আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। যদি এতে অস্বীকৃতি জানান তবে সকল অগ্নি উপাসকের পাপও আপনার ওপরই বর্তাবে।

এই চিঠি নিয়ে যাওয়র জন্য আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাবমিকে (রা) মনোনীত করা হয়।

রোমক সম্রাট কায়সারের নামে–

'পরম করুণাময় ও অতি দয়ালূ আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি।
আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের মহান হিরাক্লিয়াসের প্রতি।
সালাম সেই ব্যক্তির প্রতি যিনি হেদায়াতের আনুগত্য করেন। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে শান্তিতে থাকবেন। যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে দুই রকমের পুরস্কার পাবেন। যদি অস্বীকৃতি জানান তবে আপনার প্রজাদের পাপও আপনার ওপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব, এমন একটি বিষয়ের প্রতি আসুন, যা আমাদের ও আপনাদের জন্য একই সমান। সেটি হচ্ছে যে, আমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা ও আনুগত্য করব না। আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করব না। আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কেউ পরস্পরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করব না। যদি লোকেরা অমান্য করে তবে তাদের বলে দিন যে, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।

এই চিঠি পৌঁছানোর জন্য দেহিয়া ইবনে খলীফা কালবিকে মনোনীত করা হয়।

ইয়ামামার শাসনকর্তার নামে–

'পরম করুণাময় ও অতি দয়ালূ আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি।
আল্লাহর রাসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে হাওজা ইবনে আলীর নিকট চিঠি।
সেই ব্যক্তির ওপর সালাম যিনি হেদায়েতের অনুসরণ করেন। আপনার জানা উচিত যে, আমার দীন উট ও ঘোড়ার গন্তব্যস্থল পর্যন্ত প্রসার লাভ করবে।

কাজেই ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আপনার অধীনে যা কিছু রয়েছে, সে সবকে আপনার জন্য অক্ষুণ্ন রাখা হবে।
এ চিঠি পৌঁছানোর জন্য দূত হিসাবে সালীত ইবনে আমর আমেরিকে মনোনীত করা হয়।

দামেশকের শাসনকর্তা গাসসানির নামে–

'পরম করুণাময় ও অতি দয়ালূ আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি।
আল্লাহর রাসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে হারেছ ইবনে আবু শিমারের নামে।
সেই ব্যক্তির প্রতি সালাম, যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করেন। ঈমান আনেন এবং সত্যকে স্বীকার করেন। আপনাকে আমি আল্লাহপাকের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিচ্ছি যিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং যাঁর কোন শরিক নেই। ইসলামের দাওয়াত কবুল করুন। আপনাদের জন্য আপনাদের রাজত্ব স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।
এই চিঠি আসাদ ইবনে খোজায়মা গোত্রের সাথে সম্পর্কিত সাহাবী হযরত সুজা ইবনে ওয়াহাবের হাতে প্ররেণ করা হয়।

আম্মানের বাদশাহের নামে–

'পরম করুণাময় ও অতি দয়ালূ আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি।
আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদের পক্ষ থেকে জলনদির দুই পুত্র যেফার ও আবদের নামে।

সালাম সেই ব্যক্তির ওপর যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করেন। অতপর আমি আপনাদের উভয়কে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। কেননা আমি সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর রাসূল। যারা জীবিত আছে তাদের পরিণামের ভয় দেখানো এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যই আমি কাজ করছি। আপনারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করলে আপনাদেরকেই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখা হবে। যদি অস্বীকৃতি জানান তবে আপনার বাদশাহী শেষ হয়ে যাবে। আপনাদের ভূখন্ড ঘোড়ার খুরের নীচে যাবে। আপনাদের বাদশাহীর ওপর আমার নবুয়ত বিজয়ী হবে।

এচিঠি পৌঁছানোর জন্য আমর ইবনুল আসকে মনোনীত করা হয়।

☆ ভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে সাহাবাদের তাবলীগী দল প্রেরণ।

* প্রসঙ্গ ঘটনা

(ক) নবুওতের পঞ্চম বর্ষে নওমুসলিমদের ঈমান রক্ষা করা যেমন কঠিন হয়ে গিয়েছিল ঠিক তেমনি দীনের প্রচারও হয়ে পড়েছিল হুমকির সম্মুখীন। এরূপ পরিস্থিতিতে নবী (সা)

ঈমান হেফাজতের তাগিদে এবং দীনের দাওয়াত প্রসারের লক্ষ্যে জাফর নিব আবু তালেবের নেতৃত্বে আবিসিনিয়ায় সাহাবীদের একটি জামআত প্রেরণ করেন।

(খ) মদীনায় তাবলীগ জামআত প্রেরণঃ মদীনার নবদীক্ষিত মুসলমানদের অনুরোধে নবী করীম (সা) মুসআব বিন উমার নামক একজন সুশিক্ষিত মুবাল্লিগকে মদীনায় তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। মুসআবের সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম। তারা মদীনায় আসআদ বিন জারার এর বাড়িতে বসে তাবলীগ ও তালীমের কাজ আঞ্জাম দিতে থাকেন। দীন প্রচারের জন্য তাদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং মদীনার নওমুসলিমদের আন্তরিক সহযোগিতায় মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই মদীনার প্রতিটি গোত্রের নিকটে ইসলাম প্রচার লাভ করে, মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা সকলেই দীনে ইসলামের দিকে আকৃষ্ঠ হয়।

(গ) হিজরীর চতুর্থ সনের সফর মাসে 'আদল এবং কারা' গোত্রের কতিপয় লোক নবী (সা)-এর নিকটে এসে বলল যে, তাদের মধ্যে কিছু কিছু করে দীন ইসলামের চর্চা হচ্ছে। তাই তারা রাসূলুল্লাহর নিকট অনুরোধ জানালো যেন কুরআন ও দীন শিখানোর জন্য সেখানে কতক সাহাবীকে প্রেরন করা হয়। ইমাম বুখারীর বর্ণনা মতে নবী (সা) সেখানে দশজন সাহাবীকে প্রেরণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো সাহবীদের এই তাবলীগী দল যখন রাজী নামক ঝর্ণার কাছে গিয়ে পৌছেন তখন উক্ত আদল এবং কারার গোত্রদ্বয় বনু লেহিয়ানকে সাহাবীদের উপর আক্রমণ করার জন্য লেলিয়ে দেয়।

(ঘ) আবু বারা আমের বিন মালেক মদীনাতে নবী (সাঃ) দরবারে উপস্থিত হলে নবী (সাঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। সে ইসলাম কবুল করেনি বটে কিন্তু ইসলাম তার অপছন্দ তাও বলেনি। বরং সে আরয করলো যে, সাহাবীদের এক দলকে যদি নজদ বাসীর কাছে দাওয়াতসহ পাঠানো হয় তাহলে তারা দীন গ্রহণ করবে। কিন্তু নবীর (সাঃ) নজদ বাসীর উপর আস্থা ছিলেন না। সেজন্য সে বললো যে, সাহাবীরা তার আশ্রয়ে থাকবে। ফলে ইমাম বুখারীর মতে ৭০ জন সাহাবীকে সেখানে তাবলীগের উদ্দেশে প্রেরণ করনা হয়। কিন্তু অত্যান্ত দুঃখের বিষয় হলো সাহাবাদের এই তাবলীগী জামআত বীরে মাউনার নিকটবর্তী হলে তাদেরকে দুর্বত্তরা হত্যা করে ফেলে। এই ৭০ জন বিশিষ্ট সাহাবীর শাহাদাতের কারণে নবী (সা) এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে, তিনি হত্যাকারীদের জন্য ত্রিশদিন বদদুআ করেছেন।

☆ এছাড়া যখন যেখানে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তখন তাবলীগী দল গঠন করে সেখানে পাঠিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) তাবলীগ থেকে শিক্ষা, প্রকৃত তাবলীগ জামা'আত চেনার উপায়

রাসূলুল্লাহ (সা) এর দা'ওয়াত ও তাবলীগী কার্যক্রম থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তার প্রধান কতক নিম্নরূপ।

১. দীনের দা'ওয়াত সর্বত্র পৌছে দেয়ার জন্য নির্ভয়ে কাজ করে যেতে হবে এবং এজন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে।

২. প্রত্যক যুগের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার জাহেলী প্রথার সাথে অপোষহীন নীতি অবলম্বন করতে হবে।

৩. সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্তার যাবতীয় শিরকী কর্মকাণ্ড সমূহ্ চিহ্নিত করে জন সম্মুখে স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরতে হবে। শিরকের ক্ষতিকারক দিক সমূহ্ উপস্থাপন করে তা পরিহার করার জন্য সমাজের লোকদের আহ্বানে জানাতে হবে।

৪. কোন ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাধারা বা কারোর স্বপ্নে প্রাপ্ত নীতি (হোক সে ব্যক্তি কোন ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে খ্যাত বা বুর্যুগাণে দীন) বা কারোর মনগড়া পদ্ধতির ভিত্তিতে তাবলীগ করা চলবে না। বরং দাওয়াত ও তাবলীগী কার্যক্রম পরিচালিত হতে হবে অহী ব্যবস্থাপনার আলোকে।অর্থাৎ কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহর ভিত্তিতে।

৫. দা'ওয়াত ও তাবলীগী সংগঠন পরিচালনাকারী তথা প্রতিটি দাঈ-মুবাল্লিগ ও দায়িত্বশীলকে অবশ্যই তাগুত মুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ তাদেরকে তাগুত রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য পরিহার করতে হবে, তারা বিজাতীয় রাজনীতিতে নিজেদের জড়াবে না, ঐরূপ রাজনৈতিক বা সামাজিক নেতৃবৃন্দের প্রতি সমর্থনও দেবে না। কারণ এই যে, একদিকে অন্যান্য মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদত ও সকল ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই হুকুম মেনে চলার দাওয়াত দেওয়া হবে অথচ অন্যদিকে নিজেরাই আবার গাইরুল্লাহ্র শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকবে· এতো সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী চরিত্র। জ্ঞাসারে ঐরূপ করা দীনী কাজের নামে সুসম্প কপট'তার বহিঃপ্রকাশ বৈ কি! অতএব দাওয়াত ও তাবলীগের প্রকৃত ও বাস্তব দাবী অনুযায়ী আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষে প্রশাসনিক তাগুতী নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে।

রাসূলুল্লাহর তাবলীগী কার্যক্রম থেকে উপরোল্লেখিত যে শিক্ষাগুলো পাওয়া গেল তা মূলত একটি প্রকৃত তাবলীগ জামা'আতের বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে তাবলীগী জামা'আতের নামে বহু দল গঠিত হয়েছে যা খুশির কথা বটে। কিন্তু সে সম্বর মাঝে কোনটি বা কোনগুলো প্রকৃত ও সঠিক জামা'আত তা চিনতে হলে আমাদের দেখতে হবে তাদের মাঝে কাদের সাথে রাসূল্লাহ (সাঃ)-এর তাবলীগী কার্যক্রমের মিল রয়েছে ও রাসূলুল্লাহর তাবলীগী কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা কাদের মাঝে বর্তমান। যদি কোন তাবলীগী জামা'আতের মাঝে সেই সব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাহলে সেটাই হবে প্রকৃত ও সঠিক তাবলীগ জামা'আত।

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾

"রাসুলের জীবনেই তোমাদের উত্তম আদর্শ বিদ্যমান।" (সূরা আহযাব-২১)

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর আর আনুগত্য কর রাসূলের। আর (আল্লাহর ও রাসূলের দেখানো পদ্ধতি অনুসরণ না করে) তোমাদের আমলগুলোকে বরবাদ করে দিও না।" (সূরা মুহাম্মদ-৩৩)

দাঈ ও মুবাল্লিগের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

যারা দা'ওয়াত ও তাবলীগের মহৎ কাজ আঞ্জাম দিবেন তাদের বিশেষ কতগুলো গুণের অধিকারী হতে হবে। নিম্নে সংক্ষেপে এরূপ কিছু গুণাবলী উল্লেখ করা হলো।

১. আল্লাহভীরু হওয়া ;

اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ

যারা আল্লাহর পয়গাম সমূহ পৌছে দেয় তারা তাকেই ভয় করে আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করেনা।(আহযাব-৩৯)

২. আলেমে দ্বীন তথা কুরআন সুন্নাহর যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া। তাবলীগের কাজে দ্বীনী জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴾

"তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হল না যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং পরে তারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে দ্বীন সম্পর্কে সতর্ক করে,যাতে করে তারা (সম্প্রদায়ের লোকেরা) ভয় করে,সতর্ক হয়।" (সূরাঃ আত-তওবা-১২২)

৩. ধৈর্যশীল হওয়া। আল্লাহ তা'আলা সূরা আসরে বলেছেন–

اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ـ

"তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়-যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।"।

৪. নিজের জন্যে যা পছন্দ করে অপরের জন্যও তাই পছন্দ করা।

৫. সুবিচারক হওয়া তথা প্রতিটি ব্যাপারে ইনসাফ কায়েম করা। কারো প্রতি জুলুম বা অবিচার না করা।

৬. সদাচরণ করা। এতে করে পরস্পরের মধ্যে মাধুর্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে।

৭. নরম ও মিষ্টি ভাষী হওয়া। আল্লাহ তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন-

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْ مِنْ حَوْلِكَ ـ

"হে নবী! তুমি যদি রুঢ় ও কঠোর স্বভাবের হতে তবে লোকেরা তোমার ধারের কাছেও আসতো না (তারা তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে যেত)।"

(সূরাঃ আল ইমরান-১৫৯)

৮. স্পষ্ট ভাষী হওয়া এবং স্পষ্টভাষী হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করা। যেমন মূসা (আঃ) করেছিলেন -

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ـ

"হে রব। তুমি আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজ সহজ করে দাও এবং আমার জিহবার জড়তা দূর করে দাও। (সূরাঃ ত্বহা২৫-২৮)

৯) আমীরের আনুগত্য করা। অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে তাবলীগ করার ক্ষেত্রে নির্বাচিত আমিরের কথা মেনে চলা।

এছাড়াও আমলদার হওয়া, কৌশলী হওয়া, নম্র ভদ্র ও সহানুভূতিশীল হওয়া, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও আমানতদার হওয়া, আত্মত্যাগী হওয়া, কেউ কোন ভুল করে ফেললে তাতে মার্জনা ও ক্ষমা করার নীতি অবলম্বন করা ইত্যাদি।

দাঈ ও মুবাল্লিগদের পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত করার উপায়

১. মান ইজ্জতের নিরাপত্তা ঃ একজন মুসলমানের যদি একথা নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস হয় যে, তার ভাইয়ের বা সাথীর কাছে তার মান ইজ্জত নিরাপদ তবেই তার ভাইয়ের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

২. দুঃখ কষ্টে অংশ গ্রহণ ঃ একজনের দুঃখ ব্যথা অপরের দুঃখ ব্যথায় পরিণত হওয়া। রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা মুমিনদেরকে পারস্পরিক সহৃদয়তা, বন্ধুত্ব, ভালবাসা এবং পারস্পরিক দুঃখ কষ্টের অনুভূতিতে এমনি দেখতে পাবে, যেমন একটি দেহ, যদি তার একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয় তবে তার সাথে গোটা দেহ, জ্বর ও রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে তাতে অংশ গ্রহণ করে।

(বুখারী ও মুসলিম)

৩. গঠন মূলক সমালোচনা ঃ

"তোমরা প্রত্যেকেই নিজ ভাইয়ের আয়না স্বরূপ। সুতরাং কেউ যদি তার ভাইয়ের মধ্যে কোন খারাপ দেখে তাহলে তা দূর করে দিবে।"

(জামে আত-তিরমিযী)

৪. আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঃ মুচকি হাসি, কুশল বিনিময়, ইত্যাদির মাধ্যমে আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো।

৫. দেখা সাক্ষাত ঃ বারবার মুলাকাত, সহচার্য গ্রহণ এবং কাছে এসে কথাবার্তা বলে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা যায়।

৬. সালামের আদান প্রদান করা ঃ রাসূল (সাঃ) বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলে দেব কি যখন তোমরা তা করবে, পরস্পরের ভালবাসা স্থাপিত হবে? (তা হল) তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রসার কর

(মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

৭. মুসাফাহা করা ঃ এর দ্বারা শত্রুতা দূরীভূত হয় এবং আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়।

৮. রুগ্ন ভাইকে দেখতে যাওয়া এবং পরিচর্যা করা ঃ "যখন সে রোগাক্রান্ত হয় তার পরিচর্যা কর। (সহীহ মুসলিম)

৯.একত্রে বসে আহার করা ঃ একে অপরকে নিজগৃহে খাবারের দাওয়াত দেয়া এটা আন্তরিকতা ও ভালবাসা বহিঃ প্রকাশের চমৎকার দৃষ্টান্ত।

এছাড়াও - সামর্থ অনুযায়ী উপহার উপঢৌকন প্রদানের চেষ্টা করা, শোকর গোজারী হওয়া তথা ধন্যবাদ দেয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, ভাইয়ের সাথে মিলিত হলে তার ব্যক্তিগত অবস্থা জিজ্ঞেস করা, সুন্দর ভাবে কথার বা প্রশ্নের জবাব দেয়া, পরস্পরের জন্য দু'আ করা ইত্যাদি।

তাবলীগের প্রচলিত পন্থায় কতিপয় ত্রুটি

সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মাঝেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা

খ্রিস্টান মিশনারীর দেখাদেখি মুসলমানরাও দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন। অথচ আল্লাহর পথে সর্ব প্রথম সেই সব লোকদের সম্বোধন করা উচিত যারা সমাজকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। নবী রাসূলগণ প্রথমে সাধারণ লোকদের পরিবর্তে সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের মন মানসিকতায় পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করেছেন এবং তাদের সংশোধণকে জনসাধারণের সংশোধণের মাধ্যম বানিয়েছেন। তাই দেখা যায় ইব্রাহিম (আঃ) দাওয়াত পৌছিয়েছেন নমরুদের কাছে, মুসা (আঃ) ফেরাউনের এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আবু জেহেল, আবু লাহাবদের নিকট। কারণ এটাই ছিল যে, সমাজের কর্ণধাররা যদি সুপথে ফিরে আসে তাহলে জন সাধারণকে সহজেই সুপথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

যোগ্যতার গুরুত্ব না দেয়া

দ্বীনের তাবলীগের জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে তা গুরুত্ব না দিয়ে যেনতেনভাবে তাবলীগ করা। ফলে অমুসলিমদের নিকট ইসলামকে ঠিক সেইভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে না যেভাবে কুরআন তা মানব জাতির সামনে তুলে ধরেছে। তাছাড়া ইসলাম যে দুনিয়ার সব মানুষের ধর্ম এবং এটা কোন নির্দিষ্ট গোত্রের নয় তাও অনুধাবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে যোগ্যতার অভাবে।

নিকটবর্তীদের সংশোধণ না করে দূর সমাজে পাড়ি দেয়া

দাওয়াত প্রাপ্তির অধিক হকদার তারাই যারা নিকটে অবস্থান করছেন। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অনেকে দলবদ্ধভাবে দূর দূরান্তে তাবলীগের কাজের জন্য বেরিয়ে যান, অথচ তার নিজ এলাকায় বা জিলায় এমন অসংখ্য লোক রয়েছে

যারা মুসলিম পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও দ্বীনের পথে চলতে অভ্যস্থ নয় বা অমুসলিম বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও তাদের নিকট দাওয়াত পৌছানো হয়নি। এটা তাবলীগের ক্ষেত্রে মুবাল্লিগদের বড় ভুল। তবে প্রয়োজনবোধে দূরদুরান্তে তাবলীগ করা অবশ্য কর্তব্য।

ফজিলতের প্রতিই অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান

তাবলীগের কাজে আকর্ষণ সৃষ্টি করার মানসে শুধু ফজিলতের হাদীস বয়ান এমনকি রাসূলের নামে মিথ্যা তথা জাল হাদীস বর্ণনা করতেও শংকিত না হওয়া তাবলীগের কাজে এক অশনি লক্ষণ হয়ে দেখা দিয়েছে। এরূপ কাজ যে শরীয়তের দৃষ্টিতে কত মারাত্মক অপরাধ এবং পদ্ধতির দিক থেকেও চরম ভুল তা প্রতিটি মুবাল্লিগের গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখা দরকার। কেউ যদি সেসব শ্রবণে তাবলীগের কাজে অংশগ্রহণ করেও তাতে ফজিলত অর্জনই তার মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।কিন্তু মুসলিম হিসেবে এটাযে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য, সেই চিন্তা তার মাঝ থেকে বিদায় নেবে।ফলে তাবলীগের মূল দাবী ও উদ্দেশ্য ব্যহত হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾

তিনি (মুহাম্মদও) যদি আমার ব্যাপারে বানোয়াটি কথা রটায় (অর্থাৎ আমি যা বলিনি তা বলে বেড়ায়) তাহলে আমি তার ডান হাত পাকড়াও করব। তারপর তার (দেহের) মূল রগ কেটে দেব।"(সূরা হাক্কাহ-৪৪-৪৬)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

﴿وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَاتَكْذِبُوا عَلَيَّ﴾

তোমরা আমার পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনা কর আর আমার প্রতি মিথ্যারোপ করো না অর্থাৎ আমার নামে মিথ্যা হাদীস প্রচার করো না। (ইবনে হিব্বান, (সিলসিলা সহীহা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীসে সনদ ভাল (جيد)

﴿مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ﴾

যে আমার নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করল, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান বানিয়ে নিল। (আবু দাউদ- ৩৬৫১, আল্লামাআলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন)

দা'ওয়াত ও তাবলীগকে সৎ কাজের আদেশ আখ্যা দেয়া

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে গিয়ে এ কাজকে অনেকেই সৎ কাজের আদেশ বলে প্রচার করেন অথচ এটা ভুল ধারণা। কারণ দা'ওয়াত ও তাবলীগ করা আর আদেশ করা এক বিষয় নয়। দাওয়াত হলো দ্বীনের পথে আহ্বান। এই আহবানে কেউ সাড়া দিতেও পারে আবার নাও, এতে কোন শক্তি প্রয়োগ নেই। তাবলীগ দীনের প্রচার, বিধি-বিধান ও মাসআলা মাসায়েল অবহিত করন। কিন্তু আদেশ, এটা হলো কমান্ড, অর্ডার। যার সাথে ক্ষমতা প্রয়োগের সম্পর্ক। যারা সৎ কাজের আদেশ করবেন তারা ক্ষমতা সম্পন্ন হবেন এবং যারা তাদের সেই আদেশ অমান্য করবে তাদেরকে এই চিন্তা মাথায় রেখেই তা অমান্য করতে হবে যে, তাদের ওপর সেই ক্ষমতা সম্পন্ন মুমিন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যে কোন আঘাত আসতে পারে।

সত্য প্রচারকে ফিতনা মনে করা

তাবলীগের পথে কিছু দিন যাবত নতুন আরেক ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর তা হলো সমাজে মুসলিম ভাইদের মাঝে যদি এমন কোন আমল লক্ষ্য করা যায়, যা তারা বহুদিন যাবত করে আসছেন বা এমন কোন ধারণা যা তারা বহুদিন যাবত সঠিক ভেবেছেন কিন্তু পরবর্তীতে কুরআন সুন্নাহর গবেষণার মাধ্যমে উক্ত কাজ ও ধারনাটি শিরক, বিদআত বা নিতান্ত ভূল ও অর্থহীন প্রমানিত হয়েছে। এমতাবস্থায় কোন কোন ভাইকে উক্ত ভুল ধারনা বা কাজের নিরসন কল্পে শরীয়তের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রচার করতে কুণ্ঠাবোধ করতে দেখা যায়। তারা বলেন "লোকেরা যা আমল করছে করুক, হোক তা ভুল, তবুও সঠিক কথাটি প্রচার করে ফিতনা সৃষ্টি করোনা। এরূপ কথা তাবলীগ করা হলে লোকেরা বলবে, এসব নতুন নতুন কথা কোত্থেকে নিয়ে এসেছ যা আগে শুনিনি? আমরা কি কম বুঝি নাকি? যত্তসব নতুন ফিতনা .... ইত্যাদি"।

কিন্তু আসলেই কি সত্য কখনো ফিতনা হতে পারে? বা কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরূপ মন্তব্যের কারনে শরীয়তের সঠিক নির্দেশনার তাবলীগের দ্বার রুদ্ধ হতে পারে? না, কখনোই না।

মূলতঃ ফিতনা তো হলো সমাজে প্রসার পাওয়া ঐ সব শিরক, বিদআত ও ভিত্তিহীন আমল গুলো যা লোকেরা ভুলবশত বা গোড়ামীর কারণে লালন করেছে। কুরআন সুন্নাহর বক্তব্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তা পরিত্যাগ করতে অনিহা দেখিয়েছে বা মানুষকে খুশি করার জন্যে প্রচলিত ভূলের পক্ষপাতিত্ব করেছে।

মূলত কুরআন হাদীসের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য, মহব্বত আর জ্ঞানের অভাবেই কোন কোন ভাইয়ের দ্বারা এ ধরনের কাজ হয়ে থাকে।

এ কথা কেন ভেবে দেখা হয় না যে, অতীতের গতানুগতিক ভুল পথকে আকঁরে থাকা ঠিক আরবের তৎকালিন কাফির মুশরিকদের আচরণেরই সাদৃশ্য! যারা কিনা সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারনা ও কর্মপন্থার বিপরীতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাওয়াতকে এক মহা ফিতনা ভেবেছিল? তথাপিও রাসূলুল্লাহ (সা) সত্য প্রচার থেকে পিছপা হয়ে যাননি।

অতএব সত্য ও সঠিকতার বিপরীতে ঐসব ভ্রান্ত ফিতনা দূরিকরণে পিছপা না হয়ে পুরো উদ্দীপনা নিয়ে প্রকৃত দাওয়াত পৌঁছে দেয়া চাই। হয়ত এজন্য কখনো সাময়িক কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন দেখা দেবে। কিন্তু সেই কৌশল অবলম্বনের উদ্দেশ্য হবে, সহীহ দীন প্রচার ও তা বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত করা।

দা'ওয়াত ও তাবলীগের বিধান

দা'ওয়াত ও তাবলীগের বিধান শুধু পৌছে দেয়া। তা গ্রহণ করার ব্যপারে কারোর প্রতি কোন জবরদস্তি নেই। কুরআনুল কারীমে এ ব্যপারে বহু আয়াত রয়েছে। নিম্নে তার কতক তুলে ধরা হলো–

﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ﴾

"তোমার দায়িত্ব হলো শুধু তাবলীগ করা ।" (সূরাঃ আল ইমরান-২০)

﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ ﴾

"রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া"।

(সূরাঃ আন-নূর-৫৪, আনকাবুত-১৮)

﴿ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُوْلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ ﴾

"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং নিজেদের আত্মরক্ষা কর। কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ, আমার রাসূলের দায়িত্ব প্রকাশ্য প্রচার বৈ কিছু নয়।" (সূরাঃ আল মায়েদা -৯২)

﴿ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلَاغُ ﴾

"রাসূলের দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া।" (সূরাঃ আল মায়েদা -৯৯)

﴿ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾

"আপনার দায়িত্ব তো পৌছে দেয়া আর আমার দায়িত্ব হিসাব নেয়া'।

(সূরাঃ রা'দ -৪০)

﴿ اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴾

"আমিতো একজন ভীতি প্রদার্শনকারী।" (সূরা ঃ নামল-৯২)

﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴾

"আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, আপনি তাদের শাসক বা দারোগা নন।"* (সূরা আল গাশিয়াহ ২১-২২)

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ﴾

"দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই।" (সূরাঃ আল বাকারা-২৫৬)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ﴾

"তুমি যাকে ভালবাস তাকে (ইচ্ছে করলেই) হিদায়াত করতে পারবে না বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।" (সূরাঃ আল কাসাস-৫৬)

সমাপ্ত

* দাওয়াত ও তাবলীগের বিধান যে শুধু পৌছে দেয়া সে সম্পর্কে আরো আয়াত রয়েছে- সূরা আন-নাহল-৩৫ ও ৮২, সূরা ইয়াসিন-১৭, সূরা আশশুরা-৪৮, সূরা আততাবাগুন-১২।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)
যেভাবে তাবলীগ করেছেন
আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ
https://www.facebook.com/178945132263517